সংস্কৃতির উন্নয়নে বাংলাদেশ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

"স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ বাংলা একাডেমিতে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ।

“আমাদের প্রত্যেক জেলায় বা মহকুমায় অতীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো, সাহিত্যচর্চা হতো, সাহিত্য সম্মেলন হতো, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতো। এই চর্চা অনেকটা কমে গেছে। এটা আবার চালু করা দরকার।”

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ।

সংস্কৃতির উন্নয়নে বাংলাদেশ

২০০৯-২০২৩

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
কে এম খালিদ এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান
খলিল আহমদ
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

হাসনা জাহান খানম, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
সুব্রত ভৌমিক, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোঃ আসাদুজ্জামান, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
মিনার মনসুর, পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	সদস্য
মোছাঃ সুস্মিতা ইসলাম, উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোঃ মাকসুদ আলম, উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
সালাহউদ্দিন আহাম্মদ, সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	সদস্য
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
রতন চন্দ্র পাল, প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
রাজীব কুমার সাহা, কর্মকর্তা, অভিধান ও বিশ্বকোষ উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য
রাজীব কুমার সরকার, উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ সুমন রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ আঃ মমিন শরীফ, গবেষণা সহকারী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোসাঃ সারমীন সুলতানা, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ : আনিসুজ্জামান সোহেল

গ্রাফিক ডিজাইন : মোঃ সাইফুল ইসলাম ॥ আশরাফুজ্জামান

প্রকাশকাল : ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৩

মুদ্রণ : বাংলা একাডেমি প্রেস, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

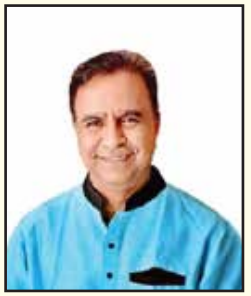

কে এম খালিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। সংস্কৃতিবান্ধব বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯-২০২৩ মেয়াদে সংস্কৃতি খাতে দৃশ্যমান উন্নয়ন ও অগ্রগতির তথ্য সন্নিবেশিত করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'সংস্কৃতির উন্নয়নে বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি বই প্রণয়ন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বীজ বপন করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ছিল মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যা পরবর্তীকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরি শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যানুরাগী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ, বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে গত দেড় দশকে আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গনে এক নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে সংস্কৃতিচর্চা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাংস্কৃতিক দর্শন বাস্তবায়ন এবং দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক সৃজনশীল মেধাবী জাতি গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করছে। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, চারু ও কারুকলা, সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র ও সৃজনশীল প্রকাশনাসহ শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষসাধন ও চর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশজ সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গত ১৪ বছরে ১৬২৫.৮৫ কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) খাতে ব্যয় করেছে এবং এ সময়ে ৩৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। একইসঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে ৩০টি কর্মসূচি। যার মাধ্যমে সংস্কৃতি খাতে দৃশ্যমান ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং আরও ২৪টি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে এ পর্যন্ত ৪৩টি দেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি, ৩টি দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক এবং ২০টি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি (সিইপি) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৪টি অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যথা–বাউল গান, জামদানি বয়নশিল্প, মঙ্গল শোভাযাত্রা, শীতলপাটি বুননশিল্প এবং ২টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান যথা–বাগেরহাটের ঐতিহাসিক মসজিদের শহর এবং পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে। তাছাড়া জাতির পিতার ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা ও সুনাম বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

কে এম খালিদ এমপি

সিমিন হোসেন (রিমি) এমপি
সভাপতি
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

সমাজ, সংস্কৃতি তথা সর্বসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'সংস্কৃতির উন্নয়নে বাংলাদেশ' শীর্ষক বই প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এই বইয়ে স্থান পেয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ও নির্দেশিত প্রকল্পসহ রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের তথ্য। বই প্রকাশের শুভলগ্নে এই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি গঠনের রূপকল্প, দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের অভিলক্ষ্য নিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

একটি আদর্শ সমাজ গঠনে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চারু-কারু ও ললিতকলার সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, জাতীয় গ্রন্থাগার ও গণগ্রন্থাগারের উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, একুশে পদক প্রদান, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন, সংস্কৃতিসেবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন ও সাংস্কৃতিক দল বিনিময়ের মতো কার্যাবলিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ মন্ত্রণালয় হতে ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে।

হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে আমাদের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি, জামদানি শাড়ি, মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং বাউল সংগীত ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে।

গত দেড় দশকে সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং উন্নয়নে বর্তমান সরকার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ, মনীষীদের স্মরণে স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপনসহ সৃজনশীলতা বিকাশে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিক উন্নয়ন, সৃজনশীল সমাজে যূথবদ্ধভাবে চলতে পারা, উন্নত মানসিকতা, আচার-আচরণ তথা জাতিগত উন্নত সংস্কৃতি একান্ত অপরিহার্য। এজন্য সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন কার্যক্রমের মান বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। এই বই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ সংস্কৃতিধারার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

সিমিন হোসেন (রিমি) এমপি
লেখক ও সমাজকর্মী

খলিল আহমদ
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সংস্কৃতি একটি স্বচ্ছ দর্পণ যেখানে একটি জাতির আত্মপরিচয় প্রতিফলিত হয়। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে ১৯৭২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক একটি বিভাগ চালু করেছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালে গঠিত হয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি। দেশজ সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অভিলক্ষ্য।

নবগঠিত 'বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট'সহ সর্বমোট ১৮টি দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প-সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ, প্রদর্শন, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা ও উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য-ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সংস্কৃতিমনস্ক ও মেধাবী জনবল অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সরকার ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণার লক্ষ্যে ২০০৯-২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ও নির্দেশিত প্রকল্পসহ রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের তথ্য সংবলিত 'সংস্কৃতির উন্নয়নে বাংলাদেশ' শীর্ষক বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বইটিতে জাতির সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিরলস চেষ্টা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। বই প্রকাশের শুভলগ্নে এই অসাধারণ উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সহকর্মীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

খলিল আহমদ
সচিব

হাসনা জাহান খানম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ও
সভাপতি
সম্পাদনা পরিষদ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

সংস্কৃতি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক। আমাদের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, রুচি, ব্যবহার্য বস্তুগত উপাদান প্রভৃতির সামষ্টিক রূপই সংস্কৃতি। সমাজের মানুষ হিসেবে আমরা প্রতিনিয়তই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বেড়ে উঠি। পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। প্রতিটি সংস্কৃতিরই রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি হাজার বছরের প্রাচীন। এ দেশের সবুজ-শ্যামল মায়াময় পরিবেশ সুজলা-সুফলা ভূমি, সম্পদের প্রাচুর্য, মানুষের অকৃত্রিম আতিথেয়তায় যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে এ দেশের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি গঠনের রূপকল্প, দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের অভিলক্ষ্য নিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

একটি আদর্শ সমাজ গঠনে সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চারু-কারু ও ললিতকলার সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, জাতীয় গ্রন্থাগার ও গণগ্রন্থাগারের উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, একুশে পদক প্রদান, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন, সংস্কৃতিসেবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন ও সাংস্কৃতিক দল বিনিময়ের মতো কার্যাবলিসহ আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ মন্ত্রণালয় হতে ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে।

গত দেড় দশকে সংস্কৃতির উন্নয়নে সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। রাজধানী থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এসব উদ্যোগ দৃশ্যমান। জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে ২০০৯-২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ও নির্দেশিত প্রকল্পসহ রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের তথ্য সংবলিত 'সংস্কৃতির উন্নয়নে বাংলাদেশ' শীর্ষক বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বই প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসনা জাহান খানম

ভূমিকা

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি স্বচ্ছ দর্পণ যেখানে কোনো জাতির পরিচয় প্রতিফলিত হয়। সুপ্রাচীন গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক জনপদ এই বাংলাদেশ। হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বাঙালি সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। সবুজ-শ্যামল অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ দেশের মায়াবী প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও মতের মানুষের সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও অসংখ্য লোকজ উৎসব এবং শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা এ দেশের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। জারি-সারি, ভাটিয়ালি, বাউল সংগীত, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, নাটক, যাত্রাপালা বাঙালি জাতিসত্তাকে করেছে সমৃদ্ধ ও অলংকৃত। মাতৃভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এসবই আমাদের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। সংস্কৃতির মাধ্যমেই বিবৃত হয়েছে বাঙালির আত্ম-পরিচয়। বাঙালি সংস্কৃতির যথাযথ পরিচর্যা, লালন, উন্নয়ন, গবেষণা ও সাবলীল বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান, এগুলোর উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং দেশে-বিদেশে এগুলোকে তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। উদার ও মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, লোকজ সংস্কৃতির প্রসার, প্রত্ন-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, শিল্প ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও এ মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ১৯৭২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক একটি বিভাগ চালু করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়' নামে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগের ২৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন"। এছাড়াও ২৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে,"বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহের বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"।

এ মন্ত্রণালয় পরিমেয়, অপরিমেয় এবং জ্ঞানভিত্তিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রচার করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি নীতিমালা প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রয়োগ করে থাকে। ৪টি সংযুক্ত দপ্তর এবং ১৭টি স্বায়ত্তশাসিত-সংবিধিবদ্ধ-নতুন সংস্থার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্পসংস্কৃতি লালন, সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন, বিভিন্ন মেলার আয়োজন এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের সকল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারই এ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারি গ্রন্থাগারের বিস্তার এবং বিদ্যমান গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে বই ও অনুদান বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া এ মন্ত্রণালয় অস্বচ্ছল সংস্কৃতিকর্মীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সংস্কৃতি অঙ্গনের বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 'ইউনেস্কো কনভেনশন'-এর প্রয়োগ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম কাজ। বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও এর আওতায় সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৪৩টি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি, ৩টি দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক এবং ২০টি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি (সিইপি) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া এ সকল চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ও বিনিময় কার্যক্রমের নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে। যেসকল দেশের সঙ্গে এখনও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়নি সেসব দেশের সঙ্গেও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অনন্য সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

বিগত ২০০৯-২০২৩ সালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩৯টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ৩০টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ২৪টি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমান সরকার বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিকাশের জন্য ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে :

* প্রতিবছর একুশে পদক প্রদান। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতস্বরূপ (২০০৯-২০২৩) সময়ে ২৫৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ৪টি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করা হয়েছে।
* ২০০৯ সালে একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার টাকা। বর্তমানে চার লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
* আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা ১২০০/-(এক হাজার দুইশত) টাকা থেকে বর্তমানে ১৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
* ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাত থেকে সর্বমোট ৩৮,৮৭৪ জন অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ৭২,২১,৭০,০০০/- (বাহাত্তর কোটি একুশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
* ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাত হতে সর্বমোট ১৪,৯৬১টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে ৬৭,৫৮,৮০,০০০/-(সাতষট্টি কোটি আটান্ন লক্ষ আশি হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
* ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ১০,১৮৮ (দশ হাজার একশত আটাশি)টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে মোট ৩৯,৫১,৯০,০০০/- (উনচল্লিশ কোটি একান্ন লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
* ৬টি জেলায় গণগ্রন্থাগারের ৩ তলাবিশিষ্ট নতুন ভবন এবং ৩৯টি জেলায় ১ তলাবিশিষ্ট নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
* ১২টি জেলায় নতুন শিল্পকলা একাডেমি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
* দেশব্যাপী প্রত্নসম্পদের ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়েছে।
* দেশের প্রত্যেক বিভাগ, জেলা ও বিভিন্ন উপজেলায় সাহিত্যমেলা, বইমেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের কারণে সংস্কৃতিবান্ধব নীতির সংস্কৃতির উন্নয়নে বিগত দেড় দশকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করেছে। ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মান বৃদ্ধি অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আন্তরিক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	১৫-১৬
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি	১৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	২১
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য	২১
মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা	২১
২০০৯-২০২৩ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ও নির্দেশিত প্রকল্পসহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপ	২২
বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির সারসংক্ষেপ	২৩-২৮
চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির সারসংক্ষেপ	২৯-৩০
বাস্তবায়িত প্রকল্প	**৩১-১৬৪**
১. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩২-৩৭
২. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	৩৮-৪৫
৩. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	৪৬-৮৫
৪. কপিরাইট অফিস	৮৬-৮৭
৫. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	৮৮-৯৯
৬. বাংলা একাডেমি	১০০-১২৫
৭. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	১২৬-১৪৩
৮. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	১৪৪-১৪৫
৯. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি	১৪৬-১৪৭
১০. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান	১৪৮-১৪৯
১১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি	১৫০-১৫১

১২. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার ১৫২-১৫৩
১৩. কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ১৫৪-১৫৯
১৪. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ১৬০-১৬৪

চলমান প্রকল্প **১৬৫-১৯২**
১. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ১৬৬-১৭৭
২. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ১৭৮-১৮১
৩. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ১৮২-১৮৭
৪. কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ১৮৮-১৮৯
৫. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ১৯০-১৯১

২০০৯-২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটাইজেশন ১৯৫-২০৩
২০০৯-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ ও অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২০৪
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য ২০৫-২০৭

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি (Allocation of Business)

১. বাংলাদেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চারুকলা ও ললিতকলার সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন।
২. প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য।
৩. গণগ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও প্রবর্ধন।
৪. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে সহায়তা/সহযোগিতা।
৫. প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধ (Monument) বিশেষ করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘোষিত সৌধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৫(এ) স্বাধীনতা জাদুঘর (Museum of Independence) এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক্ষিথিয়েটার সংক্রান্ত বিষয়াদি।
৬. একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস উদ্‌যাপন।
৬(এ) একুশে ফেব্রুয়ারি পুরস্কার (একুশে পদক) প্রদান।
৭. সংস্কৃতিসেবী সংগঠনের জন্য মঞ্জুরি সহায়তা (গ্রান্টস ইন এইড) প্রদান।
৮. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অঙ্গনে কার্যরত আন্তর্জাতিক সংগঠন ও তাদের বিশ্বজনীন অনুষ্ঠানমালা আয়োজনে সহায়তা।
৯. জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং চারুকলার বিকাশ ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান।
১০. প্রাইড অব পারফরমেন্স : চারুকলা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য মেধা পুরস্কার/পদক প্রদান।
১১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্মেলন/সভা প্রভৃতি আয়োজন ও অংশগ্রহণ।
১২. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রসংক্রান্ত প্রকাশনার উন্নয়ন সাধন।
১৩. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় সংগঠন/সংস্থা প্রতিষ্ঠা/প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান এবং তাদের মঞ্জুরি সহায়তা (গ্রান্টস ইন এইড) প্রদান।
১৪. বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন।
১৫. বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সাংস্কৃতিক দল বিনিময়।
১৬. পল্লি সাহিত্য, পল্লি সংস্কৃতি ও পল্লি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা।
১৭. সাহিত্যসেবী, শিল্পী প্রমুখদের পেনশন প্রদান।
১৮. আর্থিক বিষয়াদিসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন পরিচালনা।
১৯. আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ।
২০. বিদেশি রাষ্ট্র, বৈশ্বিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিয়াঁজোকরত চুক্তি প্রণয়ন।
২১. এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল আইন প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পত্তি।
২২. এ মন্ত্রণালয়ের সকল বিষয়ে পরিসংখ্যান প্রণয়ন।
২৩. আদালত কর্তৃক গৃহীত ফি ব্যতিত এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিষয়ে ফি নির্ধারণ ও আদায়।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision)
সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি গঠন।

অভিলক্ষ্য (Mission)
দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার
- জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণা জোরদারকরণ
- বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন।

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা
মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪টি সংযুক্ত দপ্তর এবং ১৭টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অধিদপ্তর	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা
• প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর • আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর • গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর • কপিরাইট অফিস	• বাংলা একাডেমি • বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি • বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর • কবি নজরুল ইনস্টিটিউট • জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র • বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান • কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার • ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি • রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী	• মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, হালুয়াঘাট • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, দিনাজপুর • ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, নঁওগা • বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট

২০০৯-২০২৩ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ও নির্দেশিত প্রকল্পসহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তার অধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০০৯ হতে ২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশিত প্রকল্পসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

অর্থবছর	ব্যয় (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা
২০০৯-২০১০	৫১.৯৭	১
২০১০-২০১১	৭১.৮৯	৩
২০১১-২০১২	৬৯.০৮	৭
২০১২-২০১৩	২৮.৪৩	৩
২০১৩-২০১৪	৪৩.৪০	২
২০১৪-২০১৫	৭৭.৮৯	১
২০১৫-২০১৬	৯৩.১৫	৩
২০১৬-২০১৭	৮৮.২৬	২
২০১৭-২০১৮	১০৩.০৫	১
২০১৮-২০১৯	২৮৫.৩০	৩
২০১৯-২০২০	১০৩.৩৫	৩
২০২০-২০২১	১৫২.৭২	৩
২০২১-২০২২	২০৬.২৮	৪
২০২২-২০২৩	২৫১.০৫	৩
মোট	**১৫৩২.৮২**	**৩৯**

বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির সারসংক্ষেপ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত ৩৯ (উনচল্লিশ)টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৩০ (ত্রিশ)টি কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ	প্রকল্প/কর্মসূচির ব্যয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় শৈলজারঞ্জন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	৩৯.৬০ কোটি টাকা	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	উকিল মুন্সী স্মৃতি কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২	৫.২৮ কোটি টাকা	
৩.	মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন, গেস্ট হাউজ ও ডরমিটরি বিল্ডিং নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২	১৮.১৩ কোটি টাকা	
৪.	জেলা পাবলিক লাইব্রেরিসমূহের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১২	১২২.৮৩ কোটি টাকা	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৫.	ছয়টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	৫৩.৪৪ কোটি টাকা	
৬.	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপন কর্মসূচি	জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৪	৬.৫৯ কোটি টাকা	
৭.	দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২	২২.২৪ কোটি টাকা	
৮.	লালবাগ কেল্লার সংস্কার-সংরক্ষণ ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীনকীর্তির সংস্কার সংরক্ষণ	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১৩	১৩.৩৩ কোটি টাকা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
৯.	সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ অংশ)	জানুয়ারি ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৬	১১০.৭১ কোটি টাকা	
১০.	ট্রেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর লং টার্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড বেস্ট প্রাক্টিস কনজারভেশন ফর দি প্রিজারভেশন অফ কালচারাল হেরিটেজ সাইটস এন্ড ওয়াল্ড হেরিটেজ প্রোপারটিজ ইন বাংলাদেশ	আগস্ট ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩	২.৫৪ কোটি টাকা	

ক্রমিক	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ	প্রকল্প/কর্মসূচির ব্যয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১১.	শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১	১৮.১৭ কোটি টাকা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
১২.	পুরাকীর্তি সংস্কার-সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহের পর্যটন উন্নয়ন	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৩	৮.০১ কোটি টাকা	
১৩.	বরিশাল পুরাতন কালেক্টরেট ভবন সংস্কার সংরক্ষণ ও জাদুঘরে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৪	২.২৮ কোটি টাকা	
১৪.	লালবাগ কেল্লায় স্থাপিত লাইট এন্ড সাউন্ড শো-র উন্নয়ন	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬	৩.৫১ কোটি টাকা	
১৫.	দিনাজপুর জেলার কান্তজিউ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় জাদুঘর নির্মাণ	জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬	২.৯২ কোটি টাকা	
১৬.	রাজশাহী বিভাগের পুঠিয়া গ্রুপ অব মনুমেন্টস এর সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭	৪.০৩ কোটি টাকা	
১৭.	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিস্থ শালবন বিহার ও সংলগ্ন পুরাকীর্তিসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭	৮.৩৮ কোটি টাকা	
১৮.	চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের প্রদর্শনী উন্নয়ন, সংগ্রহ বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন	জুলাই ২০১৪ জুন ২০১৭	৩.২০ কোটি টাকা	
১৯.	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭	৫.৫১ কোটি টাকা	
২০.	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রকাশনা	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭	১.০১ কোটি টাকা	
২১.	ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন পুরাকীর্তিসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭	৪.৭০ কোটি টাকা	
২২.	চারটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	৬২ লক্ষ টাকা	
২৩.	ইংরেজি ভাষায় দেশের পুরাকীর্তির পরিচিতিমূলক পুস্তক প্রকাশ	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩	১১ লক্ষ টাকা	
২৪.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টুঙ্গিপাড়াস্থ পৈতৃক বাড়ি সংস্কার-সংরক্ষণ কার্যক্রম	নভেম্বর ২০১৯ হতে মার্চ ২০২০	৩০ লক্ষ টাকা	
২৫.	Updating the UNESCO Tentative List of Bangladesh	জানুয়ারি ২০২০ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২১	৩৬ লক্ষ টাকা	

ক্রমিক	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ	প্রকল্প/কর্মসূচির ব্যয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
২৬.	Restoring, Retrofitting & 3D Architectural Documentation of the Historic Mughal Hammam at Lalbagh Fort	অক্টোবর ২০২০ হতে মার্চ ২০২৩	১.৫৬ কোটি টাকা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
২৭.	Training and capacity building for long-term management and preservation of cultural heritage in Bangladesh	এপ্রিল ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৪৮ লক্ষ টাকা	
২৮.	কপিরাইট ভবন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩	৫৬.০০ কোটি টাকা	কপিরাইট অফিস
২৯.	কপিরাইট ও কপিরাইট আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ-শীর্ষক পাইলট কর্মসূচি	অক্টোবর ২০১২ হতে জুন ২০১৪	৫৯ লক্ষ টাকা	
৩০.	পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন সংগ্রহশালা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০১৫	১২.৬৩ কোটি টাকা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
৩১.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (CMS) ও তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (MIS) উন্নয়ন কার্যক্রম শীর্ষক কর্মসূচি	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮	৩.৬৯ কোটি টাকা	
৩২.	সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫	৭.৩৫ কোটি টাকা	
৩৩.	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	৯.১৩ কোটি টাকা	
৩৪.	৩টি জেলায় তিনজন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতিকেন্দ্র/সংগ্রহশালা স্থাপন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০১৯	৭.৯৩ কোটি টাকা	
৩৫.	১৯৭১ : গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩	৩২.২২ কোটি টাকা	
৩৬.	বাংলা একাডেমি ভবন নির্মাণ	এপ্রিল ২০০৬ থেকে মার্চ ২০১২	৩১.৮৬ লক্ষ টাকা	বাংলা একাডেমি
৩৭.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন	জুলাই ২০০৯ হতে জুন-২০১০	২৫ লক্ষ টাকা	
৩৮.	মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১১	১৩ লক্ষ টাকা	
৩৯.	মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১১	১৭ লক্ষ টাকা	
৪০.	বাংলা একাডেমি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন ও প্রকাশনা	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২	৪৪ লক্ষ টাকা	

ক্রমিক	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ	প্রকল্প/কর্মসূচির ব্যয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৪১.	ভাষা আন্দোলন জাদুঘর, জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর এবং বাংলা একাডেমি আর্কাইভস স্থাপন	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২	১.৭৪ কোটি টাকা	বাংলা একাডেমি
৪২.	লোকজ সংস্কৃতি বিকাশ	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২	৩.৬৫ কোটি টাকা	
৪৩.	খ্যাতনামা সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের জীবন ও কর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা, তাঁদের সংগ্রহ	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২	৩.০৮ কোটি টাকা	
৪৪.	বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান	জানুয়ারি ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৩	৩.৬৫ কোটি টাকা	
৪৫.	বাংলা একাডেমি বর্ধমান হাউস সংস্কার ও সংরক্ষণ	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩	৫৭ লক্ষ টাকা	
৪৬.	বাংলা একাডেমি স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৫	৫২.৯৯ কোটি টাকা	
৪৭.	বাংলা একাডেমি পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র আধুনিকায়ন	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৪	৮.০৪ কোটি টাকা	
৪৮.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭	৫.৭০ কোটি টাকা	
৪৯.	অ্যাকশন প্লান ফর দি সেইফ গার্ডিং বাউল সং শীর্ষক কর্মসূচি	এপ্রিল ২০০৬ হতে মার্চ ২০১০	৪৬ লক্ষ টাকা	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
৫০.	জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১২	২৯.৩৬ কোটি টাকা	
৫১.	হাছনরাজা একাডেমি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	এপ্রিল ২০০৯ হতে মার্চ ২০১৩	৭.৭৩ কোটি টাকা	
৫২.	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি চত্বরের পুকুর সংস্কার ও নান্দনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প	মে ২০১৩ হতে জুন ২০১৪	১.০৮ কোটি টাকা	
৫৩.	মাদারীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৬	৮.৭৬ কোটি টাকা	

ক্রমিক	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ	প্রকল্প/কর্মসূচির ব্যয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৫৪.	উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮	২০৯.৭০ কোটি টাকা	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
৫৫.	হালুয়াঘাট, নওগাঁ এবং দিনাজপুর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	৩১.৪৮ কোটি টাকা	
৫৬	১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি নবায়ন, সংস্কার ও মেরামত শীর্ষক প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	৭৬.৬০ কোটি টাকা	
৫৭.	কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১	৩৭.৫৫ কোটি টাকা	
৫৮.	বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ (৮টি) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১	২২৮.৪৫ কোটি টাকা	
৫৯.	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচি	জানুয়ারি ২০১০ থেকে জুন ২০১১	১.০০ কোটি টাকা	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
৬০.	উপজাতীয় মিউজিক ট্রেনিং সেন্টার কাম আর্টিস্ট হোস্টেল স্থাপন, রাঙ্গামাটি স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১	৪.৭০ কোটি টাকা	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
৬১.	রুমা উপজেলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৫	৭.৯২ কোটি টাকা	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান
৬২.	খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১	৪.৭২ কোটি	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট,খাগড়াছড়ি
৬৩.	রামুতে রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কর্মসূচি	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০০৯	২.৬৩ কোটি টাকা	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার
৬৪.	নজরুল ইনস্টিটিউটের অফিস ভবন (মিলনায়তনসহ), নজরুল জাদুঘর সংস্কার ও মেরামত কর্মসূচি	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১০	১.৪১ কোটি টাকা	কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

ক্রমিক	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ	প্রকল্প/কর্মসূচির ব্যয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৬৫.	নজরুল অ্যালবাম প্রকাশ, নজরুল সংগীতের সিডি প্রকাশ, শুদ্ধ সুর ও বাণীতে নজরুল সংগীতের প্রশিক্ষক তৈরির বিশেষ কোর্স, জাতীয় নজরুল সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক নজরুল সম্মেলন	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১১	১.০৬ কোটি টাকা	কবি নজরুল ইনস্টিটিউট
৬৬.	কুমিল্লায় নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র স্থাপন	জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১২	৭.৪৮ কোটি টাকা	
৬৭.	নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন, সংরক্ষণ, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০	১০.১৪ কোটি টাকা	
৬৮.	বাংলাদেশ জাতীয় অ্যাটলাস কর্মসূচি	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭	১.১৩ কোটি টাকা	বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
৬৯.	রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন কর্মসূচি	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১২	২.৫৮ কোটি টাকা	

চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির সার-সংক্ষেপ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক চলমান ১৩ (তেরো)টি উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪	২৮১.৩৯ কোটি টাকা	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
২.	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প	মে ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৫২৪.২৫ কোটি টাকা	
৩.	দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	১১১.১৬ কোটি টাকা	
৪.	সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪	৪৯.৯৯ কেটি টাকা	
৫.	শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	মে ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	২৪.২৪ কোটি টাকা	
৬.	ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার সংরক্ষণ এবং ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৩৩.৪৯ কোটি টাকা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
৭.	বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা (৩য় পর্যায়) কর্মসূচি	জুলাই-২০২১ হতে জুন ২০২৪	৪.১৭ কোটি টাকা	
৮.	গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৩২.৬১ কোটি টাকা	
৯.	জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৪	১৪৯.৮৫ কোটি টাকা	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

ক্রমিক	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১০.	মুক্তাগাছা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৩০.৫২ কোটি টাকা	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
১১.	রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শিল্পকলা একাডেমি ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫	৬৯.৫৬ কোটি টাকা	
১২.	ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় বিদ্যমান ভবনের রিনোভেশন প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪	৪৭.৯৯ কোটি টাকা	কবি নজরুল ইনস্টিটিউট
১৩.	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত	১৪৭.২৬ কোটি	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

বাস্তবায়িত প্রকল্প

শৈলজারঞ্জন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	**নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় শৈলজারঞ্জন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৯.৬০ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	২.২০ একর জায়গার ওপর তিন তলাবিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, মিলনায়তন, শৈলজারঞ্জন মজুমদারের স্মৃতিচিহ্ন ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে একটি জাদুঘর, গ্রন্থাগার, পুকুরসহ বিশাল সবুজ চত্বর নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া মূল প্রাঙ্গণে রয়েছে আধুনিক সুবিধা-সংবলিত 'মেলা কিয়স্ক', মুক্তমঞ্চ ও দৃষ্টিনন্দন হাঁটার রাস্তা।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	শৈলজারঞ্জন মজুমদার রবীন্দ্রসংগীতের খ্যাতিমান ওস্তাদ ছিলেন। নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার বাহাম গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯০০ সালের ১৯শে জুলাই। জীবনের বেশিরভাগ সময় তাঁর কেটেছে কলকাতায়। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু'শতের বেশি গান ও বেশকিছু গীতিনাট্যের স্বরলিপি প্রণয়ন করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতকে বিশ্বদরবারে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও বাণীর প্রচার এবং বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন শৈলজারঞ্জন। এ জন্য তাঁকে 'রবীন্দ্রসংগীতাচার্য'ও বলা হয়। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'গীতাম্বুধি' উপাধি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া কর্ম ও প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁকে 'দেশিকোত্তম' এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি দেওয়া হয়। ২৪শে মে ১৯৯২ সালে কলকাতার সল্টলেকে মৃত্যু হয় এই সংগীত অনুরাগীর। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি সংগীত, কবিতা ও সাহিত্যচর্চা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান; শৈলজারঞ্জন মজুমদারের জীবন ও কর্ম জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরা, শৈলজারঞ্জন মজুমদার কর্তৃক রবীন্দ্র সংগীতের বিকাশ ও জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি দেশবাসীর নিকট তুলে ধরা, দেশে রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার ও নতুন সংগীতশিল্পী তৈরির মাধ্যমে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলসহ সারা দেশের সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উকিল মুন্সী স্মৃতি কেন্দ্র

২.	**প্রকল্পের নাম**	:	**উকিল মুন্সী স্মৃতি কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫.২৮ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ, ১২১০ বর্গফুট বিশিষ্ট আবাসিক ভবন, ২৮২০ বর্গফুট বিশিষ্ট অনাবাসিক ভবন, সীমানা প্রাচীর ও প্রধান ফটক নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে উকিল মুন্সীর কবর বাঁধানো এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বাউল সাধক উকিল মুন্সী ১৮৮৫ সালের ১১ই জুন নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরী উপজেলার নূরপুর বোয়ালী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আব্দুল হক আকন্দ। তাঁর পিতার নাম গোলাম রসুল আকন্দ ও মাতা উকিলেন্নেসা। বিচিত্র এবং নির্মোহ জীবনযাপন করেছেন তিনি। একদিকে মসজিদের ইমামতি, অন্যদিকে সুরের সাধনায় তিনি এ অঞ্চলের মানুষের জীবনকে তিনি হাজির করেছেন গানে। উকিল মুন্সীর বয়স যখন ১৮-২০ বছর তখন থেকেই ঘেটু গানের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্ষাকালে নেত্রকোণা, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহসহ ভাটি অঞ্চলে গান পরিবেশন করতেন। সুমধুর কণ্ঠের কারণে তিনি খুব অল্প সময়েই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। উকিল মুন্সী হাজারেরও বেশি গান লিখেছেন। বর্তমানে বেশিরভাগ গানের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর জনপ্রিয় গানের মধ্যে 'আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানিরে', 'আমার গায়ে যত দুঃখ সয়', 'লিলুয়া বাতাসে' গানগুলো অন্যতম। এই গানগুলো বাংলাদেশের সব শ্রেণির মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। মরমি এই কবি ১৯৭৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরবিদায় নেন। উকিল মুন্সী স্মৃতি কেন্দ্রটি দেশে বাউল সংগীতের প্রচার, প্রশিক্ষণ ও নতুন নতুন সংগীত শিল্পী সৃজন, নেত্রকোণা তথা ময়মনসিংহ জেলার প্রাচীন শিল্পসংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণ করা, বাউল সংগীতসহ নেত্রকোণা জেলার প্রাচীন শিল্পসংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের উৎসব আয়োজনে নিরন্তর ভূমিকা রাখছে।

মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি

৩.	**প্রকল্পের নাম**	:	**মণিপুরী ললিতকলা একাডেমির প্রশিক্ষণ সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন, গেস্ট হাউজ ও ডরমিটরি বিল্ডিং নির্মাণ প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৮.১৩ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলা
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	প্রকল্পের মাধ্যমে চারতলা বিশিষ্ট মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে যাতে রয়েছে প্রশিক্ষণ সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন, গেস্ট হাউজ ও ডরমিটরি।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মৌলভীবাজার জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালন; দেশের ললিতকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রতাগত ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি, একাডেমির প্রশিক্ষণ, গবেষণা, ডকুমেন্টেশন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন; অভ্যাগতদের আবাসিক সুবিধা প্রদান ও স্থানীয় শিল্পীদের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি; বিখ্যাত মণিপুরী হস্তশিল্প ও তাঁতশিল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। উল্লিখিত কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, নওগাঁ

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, হবিগঞ্জ

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, পটুয়াখালী

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, নড়াইল

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৪.	**প্রকল্পের নাম**	:	**জেলা পাবলিক লাইব্রেরিসমূহের উন্নয়ন (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১২২.৮৩ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১২
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	৪৫ জেলায় গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করা
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	৩৯টি জেলায় একতলাবিশিষ্ট নিজস্ব লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকি ৬টি জেলার কাজ অন্য একটি নতুন প্রকল্প'ছয়টি জেলায় লাইব্রেরিসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিনতলা ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আসবাবপত্র ও পুস্তক সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী ১৩ জেলায় গ্রন্থাগার ভবন মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নিজস্ব স্থায়ী জমিতে একতলা ভবন নির্মিত হওয়ায় আসবাবপত্র, পর্যাপ্ত বই, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা হয়েছে। আধুনিক গ্রন্থাগার ভবনে শিশু-কিশোর ও সর্বসাধারণ পাঠক সেবা গ্রহণ করতে পারছে। জনগণ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিসরে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তিনির্ভর গ্রন্থাগার সেবা নিতে পারছে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে নবনির্মিত গণগ্রন্থাগার ভবনসমূহ বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্মার্ট নাগরিক গঠনে অনলাইন সুবিধা সংবলিত গণগ্রন্থাগার অনন্য ভূমিকা রাখছে। নতুন ভবনসমূহে বিভিন্ন জেলার জ্যেষ্ঠ নাগরিকবৃন্দ বিনোদনমূলক অবসর জীবন কাটাতে সক্ষম হচ্ছে।

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, গাজীপুর

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, চাঁদপুর

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, মৌলভীবাজার

জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, বরগুনা

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৫.	**প্রকল্পের নাম**	:	**ছয়টি জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫৩.৪৪ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৯
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া ও বরগুনা
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া ও বরগুনা এই ছয় জেলায় ছয় তলা ভিত্তির উপর ৫ হাজার পঞ্চাশ বর্গফুটের তিন তলা গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণসহ বই ক্রয়, আসবাবপত্র সরবরাহ, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	পূর্বে ভাড়াকৃত স্বল্প পরিসরের অস্থায়ী বাড়িতে লাইব্রেরি পরিচালিত হতো ফলে বইপত্র সাজানো গোছানো থাকতো না এবং বেশি পাঠক লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারত না, অস্থায়ী ভবনে থাকায় লাইব্রেরি চিনতে অসুবিধা হতো। বর্তমানে নিজস্ব স্থায়ী জমিতে তিন তলা ভবন নির্মিত হওয়ায় আসবাবপত্র, পর্যাপ্ত বই, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা হয়েছে। এতে পাঠকগণ গ্রন্থাগার সহজে চিনতে পারছেন এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরিসরে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর গ্রন্থাগার সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। জনসাধারণ গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা গ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করতে পারছে। ছয়টি গণগ্রন্থাগার জ্যেষ্ঠ নাগরিকবৃন্দকে বিনোদনমূলক অবসর কাটানোর সুযোগসুবিধা প্রদানে সক্ষম হয়েছে।

উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, বকশীগঞ্জ, জামালপুর

উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৬.	**কর্মসূচির নাম**	:	**জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপন কর্মসূচি**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৬.৫৯ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৩ থেকে জুন ২০১৪
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ উপজেলা
	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	কর্মসূচির আওতায় রাজস্ব খাত হতে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় পাঁচতলা ভিতের উপর ৪০৫০ বর্গফুট ব্যবহারিক এলাকার দুইতলা বিশিষ্ট দুটি উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ এবং বই, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম ও কম্পিউটার সরবরাহের মাধ্যমে উক্ত দুটি উপজেলায় সরকারি গণগ্রন্থাগারের সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	গণগ্রন্থাগার দুটি নির্মাণের ফলে উপজেলা পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সূচনা হয়েছে। এছাড়া, জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার জনগণ বৃহৎ পরিসরে গ্রন্থাগার পরিষেবা গ্রহণ করতে পারছে এবং গ্রন্থাগার মিলনায়তনে আলোচনা সভা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠানাদিতে সহজে অংশগ্রহণ করতে পারছে।

বঙ্গবন্ধু কর্নার, জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, নরসিংদী

বঙ্গবন্ধু কর্নার, জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বঙ্গবন্ধু কর্নার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার

বঙ্গবন্ধু কর্নার, জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, যশোর

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৭.	**প্রকল্পের নাম**	:	**দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২২.২৪ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২২
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ ৭১টি (বিভাগ, জেলা ও উপজেলা) লাইব্রেরি
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	দেশের ৭১টি সরকারি লাইব্রেরি, ৬৮টি কারাগার লাইব্রেরি এবং ৮৬১টি বেসরকারি লাইব্রেরিসহ সর্বমোট ১০০০টি লাইব্রেরির প্রতিটিতে ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই, ৪টি করে স্টিলের বুকশেলফ, ১টি টেবিল এবং ২টি চেয়ার সরবরাহপূর্বক পৃথক কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	দেশের ১০০০ সরকারি-বেসরকারি লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলো সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হয়েছে। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত বই খুব দ্রুত ও সহজে পাঠক, গবেষক, তথ্য আহরণকারী ব্যক্তিবর্গসহ সর্বসাধারণ পড়তে পারছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত বই ও পাঠসামগ্রী ক্রয় করার ফলে পাঠকগণের বঙ্গবন্ধুকে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রান্তিক গ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি গত ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ বাস্তবায়িত প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

৮.	**প্রকল্পের নাম**	:	**লালবাগ কেল্লার সংস্কার-সংরক্ষণ ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীনকীর্তির সংস্কার সংরক্ষণ**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৩.৩৩ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০১৩
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	লালবাগ কেল্লা, ঢাকা এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীনকীর্তি, বগুড়া
	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	প্রকল্পের মাধ্যমে লালবাগ কেল্লায় লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়, মটর পাম্প ও সাব-স্টেশন স্থাপন এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীন স্থাপনা সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং ২০.২৭ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	লালবাগ কেল্লার সংস্কার সংরক্ষণ ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীনকীর্তির সংস্কার ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দেশ এবং বিদেশের দর্শনার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। প্রত্নস্থলসমূহে দর্শনার্থী সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। শিশু-কিশোর এবং স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারছে এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক সৃজনশীল মেধাবী জাতি গঠনে বিশেষ অবদান রাখছে। দেশীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে সমাজ অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির ও অন্যান্য স্থাপনা

কান্তজিউ মন্দির

মহাস্থানগড় দুর্গ প্রাচীর

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

৯.	**প্রকল্পের নাম**	:	**সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ অংশ)**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১০.৭১ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	ঐতিহাসিক পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, নওগাঁ; ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট; মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রত্নস্থান, বগুড়া এবং কান্তজিউ মন্দির, কান্তনগর, দিনাজপুর।
	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি গত ১লা নভেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। এ প্রকল্পের আওতায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত ৪টি প্রত্নস্থল, বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাভূক্ত নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার সংস্কার সংরক্ষণ ও আধুনিকায়ন এবং বাগেরহাট ষাটগম্বুজ মসজিদ ও প্রত্নস্থান সংস্কার সংরক্ষণ ও আধুনিকায়ন, ঐতিহ্যবাহী মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রত্নস্থান সংস্কার সংরক্ষণ ও আধুনিকায়ন এবং কান্তজিউ মন্দির সংস্কার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় রেস্ট হাউস, টয়লেট কমপ্লেক্স, আনসার শেড, টিকিট কাউন্টার, ভিজিটর সেড ও পাথওয়ে নির্মাণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও দর্শনার্থীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটনশিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী ৪টি প্রত্নস্থলে পর্যটনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রত্নস্থলসমূহে দেশ ও বিদেশের দর্শনার্থী ও পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে দেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে এবং দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে এবং আমাদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ফলে সাংস্কৃতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সেমিনার শেষে অংশগ্রহণকারীদের ফটোসেশন

সেমিনার

সেমিনার

প্রশিক্ষণ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

১০. **প্রকল্পের নাম**	:	**ট্রেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর লং টার্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড বেস্ট প্র্যাক্টিস কনজারভেশন ফর দি প্রিজারভেশন অফ কালচারাল হেরিটেজ সাইটস এন্ড ওয়াল্ড হেরিটেজ প্রোপারটিজ ইন বাংলাদেশ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২.৫৪ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	আগস্ট ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৩
বাস্তবায়ন এলাকা	:	ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	এ প্রকল্পের মাধ্যমে অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৪৪ জন কর্মকতা ও কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং কম্পিউটারসহ কিছু আসবাবপত্র (প্রশিক্ষণসংক্রান্ত) ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কাজে উন্নত পেশাদারিত্বের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার ক্ষেত্র প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

গেস্ট হাউস, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া

ক্যাফেটেরিয়া, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া

এম্ফিথিয়েটারসহ প্রত্নস্থল, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

১১.	**প্রকল্পের নাম**	:	**শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৮.১৭ কোটি টাকা (ভারতীয় অনুদান)
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	২০১৫ সালের ৬ই জুন বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের আওতায় এম্ফিথিয়েটার, গেস্ট হাউস, লাইব্রেরি কাম রিসার্চ সেন্টার, ক্যাফেটেরিয়া, আনসার শেড, গেজাবো, পাথওয়ে, মেইন গেইট, টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	স্থাপনাসমূহ নির্মাণের ফলে প্রত্নস্থলে পর্যটনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ পর্যটকদের আগমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রভক্ত ও শিল্পীদের সুরেও মুখরিত হচ্ছে এ প্রাঙ্গণ। অন্যদিকে সমৃদ্ধ রিসার্চ সেন্টার গবেষকদের কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক সুবিধা প্রদানের ফলে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উন্নততর অবকাঠামো নির্মাণের ফলে দেশ ও বিদেশে রবীন্দ্র প্রেমীদের গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পাদন বেশ সহজতর হয়েছে। পর্যটনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করায় বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতেও সক্ষম হচ্ছে। জনগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে জানার আগ্রহ বেড়েছে।

রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া

পতিসর রবীন্দ্র কাচারি বাড়ি, আত্রাই, নওগাঁ

রবীন্দ্র কাচারি বাড়ি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর, দক্ষিণ ডিহি, ফুলতলা, খুলনা

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

১২.	**প্রকল্পের নাম**	: **পুরাকীর্তি সংস্কার-সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহের পর্যটন উন্নয়ন**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৮.০১ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৩
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	: এ কর্মসূচির মাধ্যমে রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত ৪টি প্রত্নস্থল শাহজাদপুর রবীন্দ্র কাচারি বাড়ি, শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, পতিসর রবীন্দ্র কাচারি বাড়ি ও খুলনার দক্ষিণ ডিহি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি এবং পুঠিয়া গ্রুপ অব মনুমেন্টস ও পানাম সিটিসহ মোট ৬টি সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ, আরসিসি গ্রিল বাউন্ডারি নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, বৈদ্যুতিক কাজ এবং মাটি ভরাট করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	: গৌরবময় ঐতিহ্য সংস্কার-সংরক্ষণ করে নতুন প্রজন্মের নিকট উপস্থাপনের মাধ্যমে উন্নত, দৃঢ়সংকল্প ও সংস্কৃতিমনস্ক জাতিগঠনে ভূমিকা রাখছে। ফলে প্রত্নস্থলে পর্যটনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ পর্যটকদের আগমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবনমাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত তরুণ প্রজন্ম স্থান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। আমাদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

বরিশাল পুরাতন কালেক্টরেট ভবন

বরিশাল পুরাতন কালেক্টরেট ভবন বর্তমানে বিভাগীয় জাদুঘর

কসবা মসজিদ, গৌরনদী, বরিশাল

কমলাপুর মসজিদ, গৌরনদী, বরিশাল

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

১৩. **কর্মসূচির নাম**	:	**বরিশাল পুরাতন কালেক্টরেট ভবন সংস্কার সংরক্ষণ ও জাদুঘরে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২.২৮ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৪
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বরিশাল
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলাস্থ মাহিলাড়া মঠ, কমলাপুর মসজিদ ও কসবা মসজিদ প্রত্নস্থলের সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বরিশাল পুরাতন কালেক্টরেট ভবনকে জাদুঘরে রূপান্তরকরণের নিমিত্ত মূল ভবনের সংস্কার সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আঞ্চলিক ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দেশি-বিদেশি পর্যটক ও দর্শনার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে দর্শনার্থী সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থাপনাটি সংস্কার সংরক্ষণ ও জাদুঘরে রূপান্তরকরণের ফলে প্রত্নস্থলে পর্যটনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ পর্যটকদের আগমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। দেশীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে সমাজ অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্নসম্পদসমূহ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

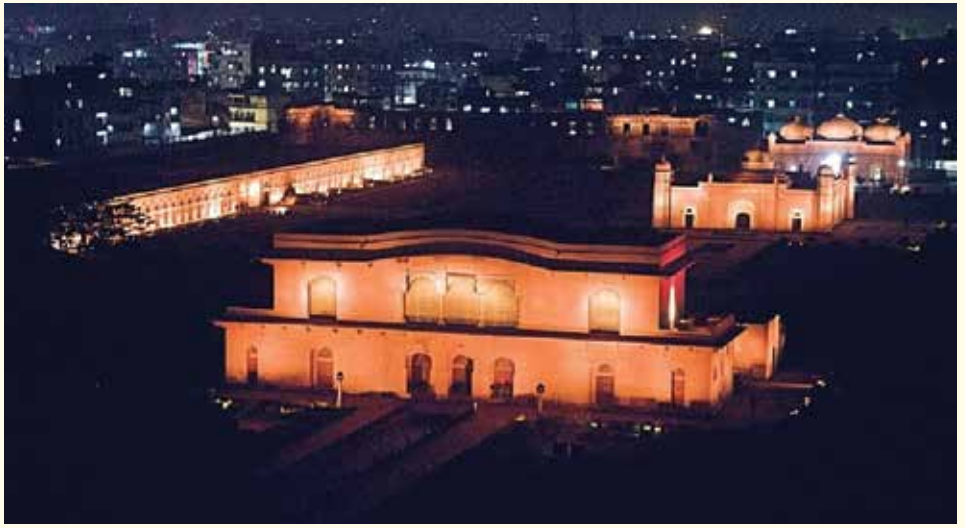

লালবাগ কেল্লায় লাইট এন্ড সাউন্ড শো'

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

১৪. **কর্মসূচির নাম**	:	**লালবাগ কেল্লায় স্থাপিত লাইট এন্ড সাউন্ড শো-র উন্নয়ন**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩.৫১ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬
বাস্তবায়ন এলাকা	:	লালবাগ কেল্লা, লালবাগ, ঢাকা
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	এ উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে লাইট এন্ড সাউন্ড শো-র কারিগরি পদ্ধতিতে ভিডিও প্রজেকশন, লেজার প্রজেকশন ও লাইটিং কাজ সংযোজন করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	লাইট এন্ড সাউন্ড শো-র কারিগরি মান বৃদ্ধি পাওয়ায় দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রদর্শনী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থাপনাটি সংস্কার সংরক্ষণ ও জাদুঘরে রূপান্তরকরণের ফলে প্রত্নস্থলে পর্যটনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ পর্যটকদের আগমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। এ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে এই প্রত্নসম্পদের প্রতি জনগণের আকর্ষণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের প্রত্নসম্পদের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে।

কান্তনগর জাদুঘর ও অভ্যন্তরের ছবি

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

১৫. **কর্মসূচির নাম**	:	**দিনাজপুর জেলার কান্তজিউ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় জাদুঘর নির্মাণ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২.৯২ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬
বাস্তবায়ন এলাকা	:	দিনাজপুর জেলার কান্তজিউ মন্দির সংলগ্ন এলাকা
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে জাদুঘর ভবন (এক তলা) নির্মাণ, আরসিসি গ্রিল বাউন্ডারি ওয়াল, টিকিট কাউন্টার, গার্ড রুম ও গেট নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ পাথওয়ে নির্মাণ, জাদুঘরের ডিসপ্লের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়, জেনারেটর স্থাপন, সিসি ক্যামেরা স্থাপন, আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর স্থাপন ও ইন্টেরিওর ডেকোরেশন করা হয়েছে
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	এ অঞ্চলের দর্শনার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শনের চাহিদা পূরণ, সংগৃহীত প্রত্নসামগ্রী জাদুঘরে প্রদর্শন, আধুনিক অবকাঠামো এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি দর্শক পর্যটককে আকৃষ্ট করে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি হয়েছে। স্থাপনাটি নির্মাণের ফলে প্রত্নস্থলে পর্যটনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ পর্যটকদের আগমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। এ কর্মসূচি গ্রহণে বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষের এই প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে আগ্রহ বেড়েছে। বিশেষভাবে বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রুপ অব মনুমেন্টস, পুঠিয়া, রাজশাহী

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

১৬.	**কর্মসূচির নাম**	:	**রাজশাহী বিভাগের পুঠিয়া গ্রুপ অব মনুমেন্টস-এর সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪.০৩ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	পুঠিয়া গ্রুপ অব মনুমেন্টস, পুঠিয়া, রাজশাহী নির্মাণ
	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে ১৪টি সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ, অভ্যন্তরীণ পাথওয়ে নির্মাণ, আরসিসি বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট ও টিকিট কাউন্টার নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, জেনারেটর, কম্পিউটার, ক্যামেরা, প্রজেক্টর ইত্যাদি ক্রয়কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পুরাকীর্তিগুলো হচ্ছে : হাওয়া খানা, পুঠিয়া রাজবাড়ি, গোপাল মন্দির, ছোটো আহ্নিক মন্দির, বড়ো শিব মন্দির, ছোটো গোবিন্দ মন্দির, জগদ্ধাত্রী মন্দির, কৃষ্ণপুর গোবিন্দ মন্দির, কৃষ্ণপুর শিব মন্দির, কেষ্ট ক্ষ্যাপার মঠ, রথ মন্দির, দোল মন্দির, পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দির ও ছোটো শিব মন্দির।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	পুরাকীর্তিসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। পুঠিয়া রাজবাড়িকে জাদুঘরে রূপান্তর করে দেশি-বিদেশি পর্যটকের কাছে উন্মুক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ অবদান রাখছে। প্রত্নসম্পদের প্রতি বিশেষকরে বিদেশি পর্যটকদের আগ্রহ এবং বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শালবন বিহার, কুমিল্লা

ইটাখোলা মুড়া, কুমিল্লা

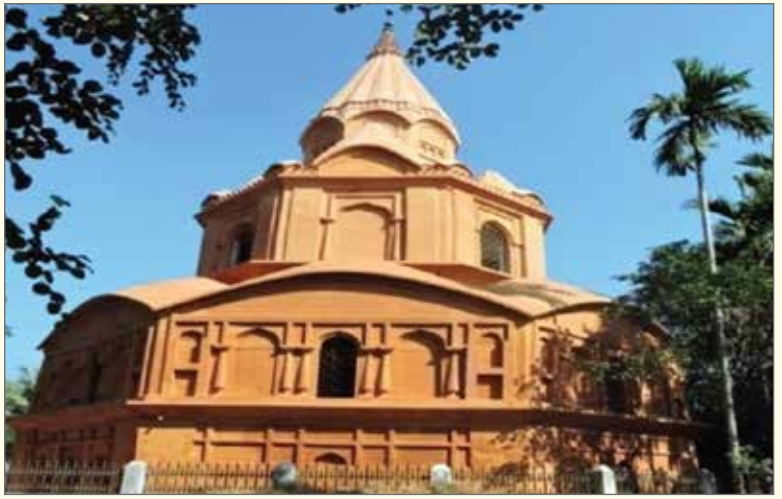

সতেররত্ন, কুমিল্লা

লতিকোট মুড়া, কুমিল্লা

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

১৭.	**কর্মসূচির নাম**	: **কুমিল্লা জেলার ময়নামতিস্থ শালবন বিহার ও সংলগ্ন পুরাকীর্তিসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৮.৩৮ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	: জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭
	বাস্তবায়ন এলাকা	: শালবন বিহার ও সংলগ্ন এলাকা, ময়নামতি, কুমিল্লা
	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	: এ কর্মসূচির মাধমে শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, ইটাখোলা মুড়া, রূপবানমুড়া, রানী ময়নামতির প্রাসাদ, কুটিলা মুড়া ও সতের রত্ন মন্দির প্রভৃতি (৮টি) সংরক্ষিত পুরাকীর্তি এবং ময়নামতি জাদুঘরের সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে। আরসিসি গ্রিল বাউন্ডারি নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, বৈদ্যুতিক কাজ ও মাটি ভরাটের মাধ্যমে বিহারসংলগ্ন পুরাকীর্তিসমূহের উন্নয়ন করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	: এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দেশিবিদেশি দর্শনার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে, ফলে দর্শনার্থী সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের নিকট বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের সুবিধা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের মূল্যবান প্রত্নসম্পদসমূহ ইউনেস্কো হেরিটেজের তালিকাভুক্ত হওয়ার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদকে বিশ্বদরবারে পরিচিতি করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর

জাদুঘরের অভ্যন্তরের দৃশ্য

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর

স্যুভেনির কর্নার

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

১৮.	**কর্মসূচির নাম**	: **চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের প্রদর্শনী উন্নয়ন, সংগ্রহ বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৩.২০ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	: জুলাই ২০১৪ জুন ২০১৭
	বাস্তবায়ন এলাকা	: জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	: এ কর্মসূচির মাধ্যমে জাদুঘরের পরিচিতি পুস্তিকা প্রকাশনা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নির্দশন সংগ্রহ, ডিসপ্লে বৃদ্ধির জন্য আসবাবপত্র ক্রয়, জেনারেটর ও মেটাল ডিটেকটর স্থাপন করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	: এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে জাতিগত গবেষণার সুযোগ ও দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে এবং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দেশি-বিদেশি পর্যটক ও দর্শনার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ফলে দর্শনার্থী সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তাঁদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য চর্চার সুযোগ পাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ অবদান রাখছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাড়ি জাদুঘর, কেশবপুর, যশোর

ভায়না, কেশবপুর, যশোর

মির্জানগর হাম্মামখানা, যশোর

রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর, দক্ষিণ ডিহি, ফুলতলা, খুলনা

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

১৯.	**কর্মসূচির নাম**	: **খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৫.৫১ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	: জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭
	বাস্তবায়ন এলাকা	: খুলনা বিভাগ
	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	: এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৬টি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি যশোর জেলার কেশবপুর ভরত ভায়না, মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি জাদুঘর, মির্জানগর হাম্মামখানা, খুলনার দক্ষিণ ডিহি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি ও মেহেরপুর আমঝুপির পাথওয়ে, পাবলিক টয়লেট, পিকনিক শেড, ভিজিটর শেড, ড্রেন, এপ্রোন, স্যুভ্যেনির কর্নার নির্মাণ করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	: এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশি বিদেশি পর্যটক ও দর্শনার্থীদের সেবার মান উন্নয়ন করা হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অবদান রেখেছে। দেশীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে সমাজ অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রবিঠাকুরের শ্বশুরবাড়ির স্মৃতিচিহ্ন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়েছে।

ময়নামতি-লালমাই

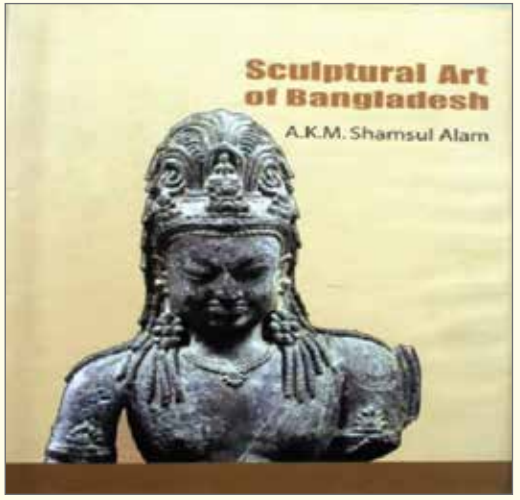

স্কাল্পচারাল আর্ট ও বাংলাদেশ

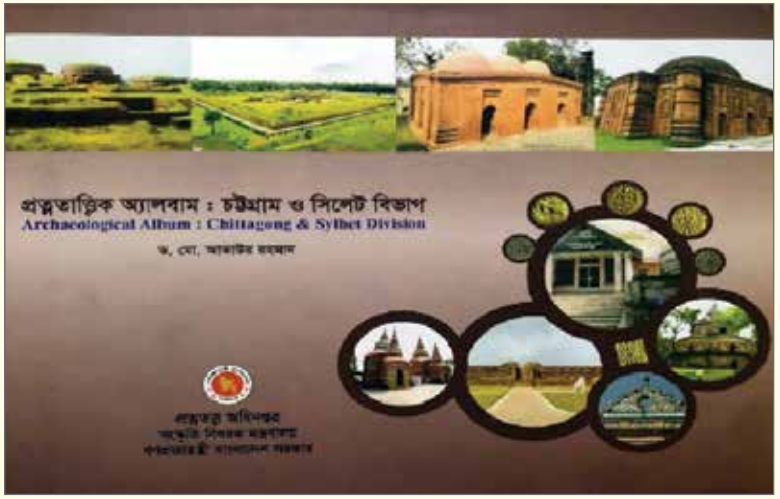

প্রত্নতাত্ত্বিক অ্যালবাম

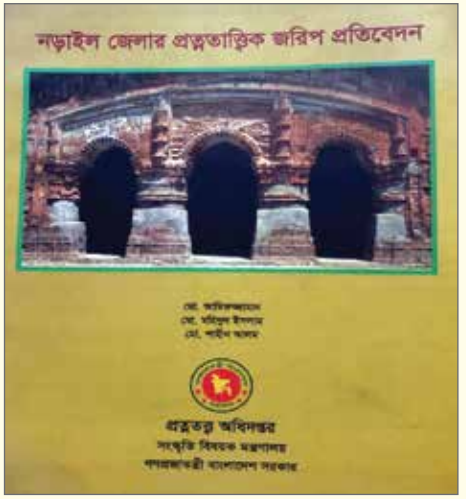

জরিপ প্রতিবেদন

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

২০. **কর্মসূচির নাম**	:	**প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রকাশনা**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১.০১ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭
বাস্তবায়ন এলাকা	:	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের গবেষণালব্ধ বিবরণ, পর্যটক ও গবেষকদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য ১৮টি গবেষণামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রন্থ ও ১টি প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : ময়নামতি-লালমাই, স্কাল্পচারাল আর্ট ও বাংলাদেশ, প্রত্নতাত্ত্বিক অ্যালবাম : চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, নড়াইল জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দেশি বিদেশি দর্শনার্থীদের ও পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকাশিত এসব প্রকাশনা বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পর্যটক ও গবেষকগণ বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা পাচ্ছে। সংস্কৃতিমনস্ক সৃজনশীল মেধাবী জাতি গঠনে বিশেষ অবদান রাখছে।

ইদ্রাকপুর দুর্গ

মুক্তাগাছা জমিদারবাড়ি

বালিয়াটি প্রাসাদ

ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের বাড়ি

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

২১. **কর্মসূচির নাম**	:	**ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন পুরাকীর্তিসমূহের সংস্কার-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪.৭০ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭
বাস্তবায়ন এলাকা	:	ঢাকা বিভাগ
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪টি সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ, আরসিসি গ্রীল বাউন্ডারি নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, বৈদ্যুতিক কাজ, মাটি ভরাট ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। পুরাকীর্তিগুলো হচ্ছে : ইদ্রাকপুর দুর্গ, মুক্তাগাছা জমিদারবাড়ি, বালিয়াটি প্রাসাদ ও ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের বাড়ি।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে উপরি-বর্ণিত পুরাকীর্তিসমূহ দেশি-বিদেশি পর্যটক ও দর্শনার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ কাজের ফলে জাদুঘরের সংখ্যা এবং জনগণের ঐতিহ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দর্শনার্থী সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সরকারের রাজস্ব আয়ও বেড়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পর্যটনশিল্পের বিকাশের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক সৃজনশীল মেধাবী জাতি গঠনে বিশেষ অবদান রাখছে।

কালুপোল রাজার ভিটা ঢিবি প্রদর্শনী কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা

ভরত ভায়না প্রদর্শনী কেন্দ্র, যশোর

হাজী মো: মহসীনের ইমামবাড়া প্রদর্শনী কেন্দ্র, যশোর

প্রাচীন ক্ষুনার / পালতোলা নৌকা প্রদর্শনী কেন্দ্র, কুয়াকাটা

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

২২. **কর্মসূচির নাম**	:	**চারটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৬২ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯
বাস্তবায়ন এলাকা	:	কেশবপুর, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও পটুয়াখালী
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	কালুপোল রাজার ভিটা ঢিবি প্রদর্শনী কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা; ভরত ভায়না প্রদর্শনী কেন্দ্র, বৌদ্ধমন্দির, কেশবপুর, যশোর; হাজী মোঃ মহসীনের ইমামবাড়া প্রদর্শনী কেন্দ্র, যশোর; এবং পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় প্রাচীন ক্ষুনার/পালতোলা নৌকা প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রত্নস্থলে পর্যটনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। দেশীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে সমাজ অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাবে। অপসংস্কৃতির প্রসার রোধ ও সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে বিশেষ অবদান রাখছে। স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

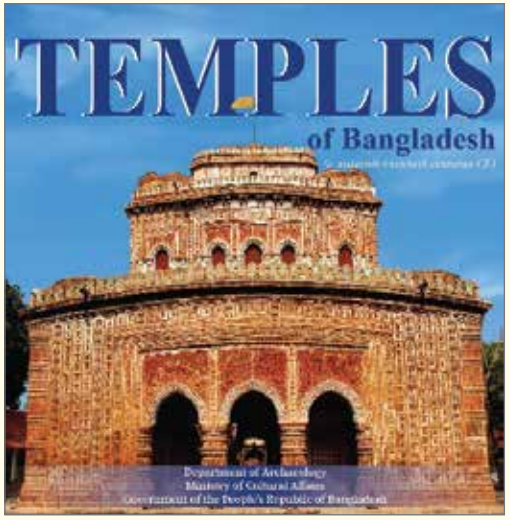

Temples of Bangladesh -এর প্রচ্ছেদ

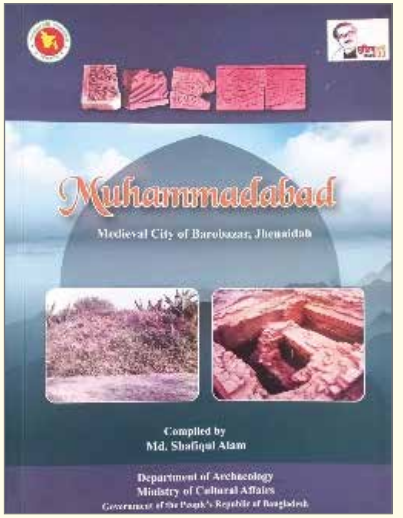

Muhammadabad: Medieval City of Barobazar, Jhenaidah -এর প্রচ্ছেদ

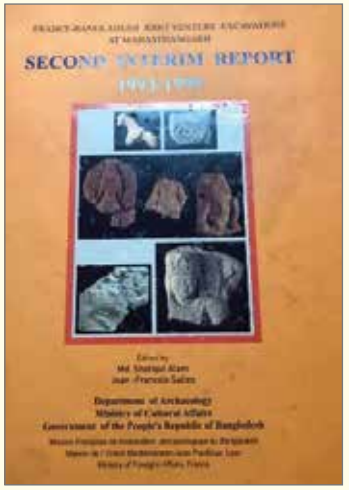

France-Bangladesh Joint Venture Excavations:
Second Interim Report (1993-1999) -এর প্রচ্ছেদ

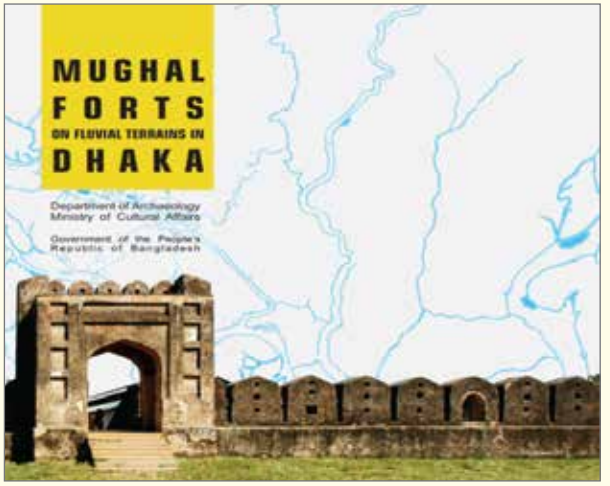

Mughal Forts on Fluvial Terrain in Dhaka -এর প্রচ্ছেদ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

২৩. কর্মসূচির নাম	:	**ইংরেজি ভাষায় দেশের পুরাকীর্তির পরিচিতিমূলক পুস্তক প্রকাশ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ইংরেজি ভাষায় দেশের পুরাকীর্তির পরিচয়মূলক গ্রন্থ প্রকাশ (পর্যায়ক্রমে) করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : Temples of Bangladesh; Muhammadabad : Medieval City of Barobazar, Jhenaidah; France-Bangladesh Joint Venture Excavations: Second Interim Report (1993-1999) Ges Mughal Forts on Fluvial Terrain in Dhaka.
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	ইংরেজি ভাষায় দেশের পুরাকীর্তির পরিচয়মূলক গ্রন্থ প্রকাশের ফলে দেশের পুরাকীর্তি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিদেশি পর্যটক ও গবেষকদের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। পর্যটনশিল্পের বিকাশের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক সৃজনশীল মেধাবী জাতি গঠনে বিশেষ অবদান রাখছে। দেশিয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে সমাজ অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাচ্ছে। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদসমূহের তালিকাভুক্তি চূড়ান্তকরণের জন্য এই প্রকাশনাসমূহ বিশেষভাবে ভূমিকা রাখবে।

বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক বাড়ির আদিরূপ (আর্কাইভ ছবি)

সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের পরে বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক বাড়ি

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

২৪. প্রকল্পের নাম	:	**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টুঙ্গিপাড়াস্থ পৈতৃক বাড়ি সংস্কার-সংরক্ষণ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩০ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	নভেম্বর ২০১৯ হতে মার্চ ২০২০
বাস্তবায়ন এলাকা	:	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	২০১০ সালে সম্পাদিত সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের সমস্যা শনাক্তকরণ ও আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে পদ্ধতিগত সংস্কার-সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে জাতির পিতার *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* অবলম্বনে *(...বাড়ির ভিতরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, যা আমরাও ছোট সময় দেখেছি বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত...)* প্রবেশ দরজা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ডিপ্লাস্টার, জয়েন্ট রেকিং আউট, ব্রিক ক্লিনিং, ক্ষয়প্রাপ্ত স্থানে ব্রিক রিপ্লেসমেন্ট ও ডকুমেন্টেশন করা হয়েছে। এছাড়া, পয়েন্টিংকরণ, বিশেষ খণ্ডিত আস্তরকরণ, কার্নিশ এবং প্যারাপেট পুনরুদ্ধার, খিলানের আকৃতি যথাযথ আনয়ন, ড্রেনেজ সিস্টেম চালুকরণ, বিদ্যুতায়ন কাজ, দর্শক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বসার ব্যবস্থা, পরিচিতিমূলক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	২০১০ সালে সম্পাদিত সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের সমস্যা শনাক্তকরণ ও আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে পদ্ধতিগত সংস্কার-সংরক্ষণের ফলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৈতৃক বাড়ির আদি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার হয়েছে। ফলে জাতির পিতার আদি বাড়ির ঐতিহ্য সম্পর্কে আগত দর্শক ও পর্যটকদের নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। পর্যটনশিল্পের বিকাশের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক সৃজনশীল মেধাবী জাতি গঠনে বিশেষ অবদান রাখছে।

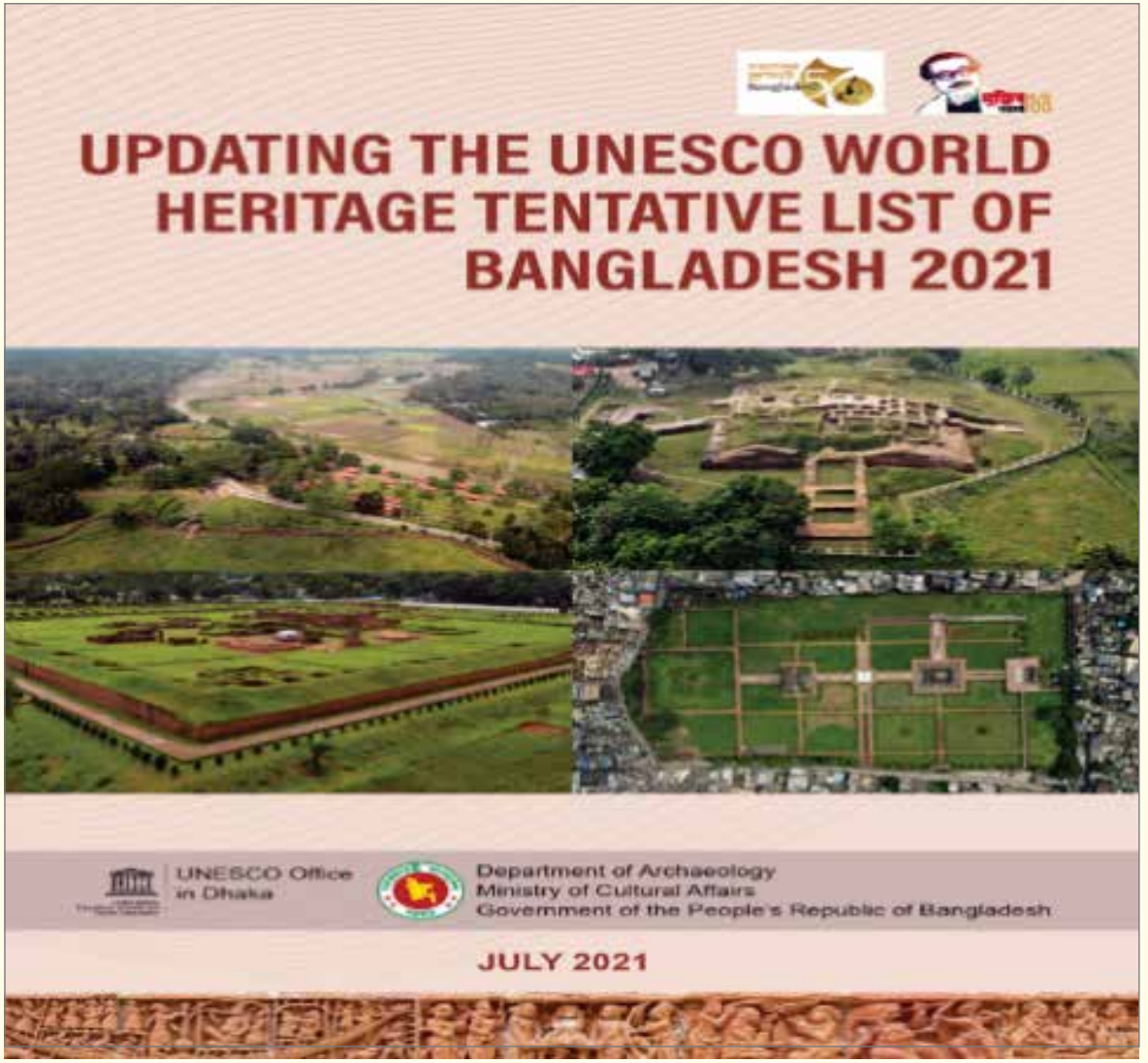

টেনটেটিভ লিস্ট হালনাগাদকরণ কর্মসূচির প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

২৫. প্রকল্পের নাম	:	Updating the UNESCO Tentative List of Bangladesh
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৬ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০২০ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২১
বাস্তবায়ন এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	ইউনেস্কোর বর্তমান অপারেশনাল গাইডলাইনে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে নিয়মিতভাবে তাদের বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্ভাব্য তালিকা হালনাগাদকরণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্যের টেনটেটিভ লিস্টে ১৯৯৯ সাল থেকে অন্তর্ভুক্ত থাকা মোট ৫টি সাইট হালনাগাদকরণ অপরিহার্য হওয়ায় উন্মুক্ত প্রস্তাব আহ্বানের মাধ্যমে ১৬টি থিম প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত থিমের উপর অনলাইনে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্যানেল সদস্যগণের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও ডকুমেন্টেশন এবং মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে টেনটেটিভ লিস্টের জন্য ৭টি চূড়ান্ত প্রস্তাব ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারে প্রেরিত হয়। সাইট ৭টি হচ্ছে: Archaeological Sites on the Deltaic Landscape of Bangladesh, Archaeological sites of Lalmai-Mainamati, Cultural Landscape of Mahasthan and Karatoya River, Mughal Mosques in Bangladesh, Mughal and Colonial Temples of Bangladesh, The Architectural Works of Muzharul Islam: an Outstanding Contribution to the Modern Movement in South Asia Ges Mughal Forts on Fluvial Terrains in Dhaka.
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	১৭ মে ২০২৩ তারিখে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য সেন্টার কর্তৃক বাংলাদেশের হালনাগাদকৃত টেনটেটিভ লিস্ট গৃহীত হয় এবং ওয়েবসাইটে আপলোড হয়। ইউনেস্কোর বর্তমান অপারেশনাল গাইডলাইন অনুযায়ী যেকোনো সাইটকে বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সেটি অবশ্যই সম্ভাব্য তালিকায় অন্তত ১ বছর থাকতে হয়। ফলে হালনাগাদকৃত টেনটেটিভ তালিকা হতে বিশ্ব ঐতিহ্যে নমিনেশনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ তালিকা হতে বাংলাদেশ সরকার পর্যায়ক্রমে বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশ্ববাসী অবগত হবে এবং সাংস্কৃতিক পর্যটনের উন্নয়ন ঘটবে যা অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সংস্কার-সংরক্ষণের পূর্বে

সংস্কার-সংরক্ষণ চলাকালীন

সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের পরে

সংস্কার কাজের পর দর্শকদের জন্য হাম্মামখানা উন্মুক্তকরণ অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

২৬. **কর্মসূচির নাম**	:	Restoring, Retrofitting & 3D Architectural Documentation of the Historic Mughal Hammam at Lalbagh Fort
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১.৫৬ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	অক্টোবর ২০২০ হতে মার্চ ২০২৩
বাস্তবায়ন এলাকা	:	লালবাগ, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	কর্মসূচির মাধ্যমে লালবাগ দুর্গের হাম্মামখানা হেরিটেজ ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট, ত্রিমাত্রিক স্থাপত্য ডকুমেন্টেশন; দোতলার ক্র্যাক এনালাইসিস, লোড বেয়ারিং টেস্ট, কন্ডিশনাল সার্ভে ও রেট্রোফিটিং; নির্মাণ উপকরণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ; ডিপ্লাস্টার, জয়েন্ট রেকিং আউট, ব্রিক ক্লিনিং, ক্ষয়প্রাপ্ত স্থানে ব্রিক রিপ্লেসমেন্ট, পয়েন্টিংকরণ; বিশেষ খণ্ডিত আস্তরকরণ, কার্নিশ ও প্যারাপেট পুনরুদ্ধার, খিলানের আকৃতি যথাযথ আনয়ন; পদ্ধতিগত সংস্কার সংরক্ষণ; বিদ্যুতায়ন ও ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়ন প্রভৃতি কাজ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	হাম্মামখানার আদি বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধারের ফলে দর্শক ও পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; আন্তর্জাতিক মানের সংস্কার-সংরক্ষণের ফলে সংরক্ষণ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়ন ঘটেছে এবং সংরক্ষণ কাজের একটি মানদণ্ড তৈরি হয়েছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণরত প্রশিক্ষণার্থীগণ

সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীগণ

কর্মসূচির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত Draft Framework-এর প্রচ্ছদ

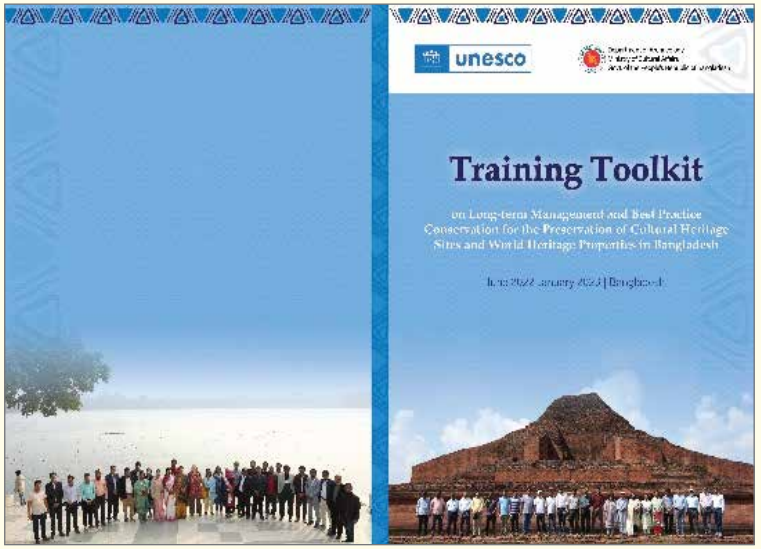

কর্মসূচির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত Training Toolkit-এর প্রচ্ছদ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

২৭. **প্রকল্পের নাম**	:	Training and capacity building for long-term management and preservation of cultural heritage in Bangladesh
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৮ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	এপ্রিল ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩
বাস্তবায়ন এলাকা	:	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	কনজারভেশন প্ল্যানের উপর কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। Management for Heritage Sites and Monuments of Bangladesh-এর উপর ড্রাফট ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং টুলকিট ও হ্যান্ডবুক ছাপানো হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	এ কর্মসূচিটির মাধ্যমে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশনের আওতায় ইউনেস্কো অপারেশনাল গাইডলাইন, ইকোমসের ভেনিস চার্টার, নারা অথেনটিসিটি ডকুমেন্টসহ ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনার অন্যান্য উপকরণগুলো ব্যবহার করে আমাদের ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়। পাশাপাশি আমাদের দেশের আইন, বিধি, ম্যানুয়াল, ওয়ার্কসকোড সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। এ দক্ষতা উন্নয়নের ফলে ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের উন্নত মানের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি কপিরাইট ভবন উদ্বোধন করেন

কপিরাইট অফিস

২৮. প্রকল্পের নাম : **কপিরাইট ভবন নির্মাণ প্রকল্প**

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৬.০০ কোটি টাকা

বাস্তবায়ন মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩

বাস্তবায়ন এলাকা : আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : দেশের মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও সুরক্ষার নিমিত্ত বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ১২তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি এ ভবনে মিউজিয়াম ও সম্মেলন কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব : আধুনিক সুযোগসুবিধা সংবলিত বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশের কপিরাইট ব্যবস্থাপনাকে বিশ্বের উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে এবং সৃজনশীল মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশি মেধাস্বত্ব উদ্ভাবকগণের রয়্যালিটি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি দেশের সব পর্যায়ের জনগণকে কপিরাইট সম্পর্কে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

২৯. প্রকল্পের নাম : **কপিরাইট ও কপিরাইট আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ-শীর্ষক পাইলট কর্মসূচি**

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৯ লক্ষ টাকা

বাস্তবায়ন মেয়াদ : অক্টোবর ২০১২ হতে জুন ২০১৪

বাস্তবায়ন এলাকা : সকল জেলা

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : বাংলাদেশের সকল জনসাধারণকে কপিরাইট ও কপিরাইট আইন সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করা।

উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব : কপিরাইট ও কপিরাইট আইনবিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কপিরাইট অফিসের কার্যাবলি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য বছরে গড়ে ৪ থেকে ৫ শত আবেদন হতো। এখন বছরে গড়ে ৩ হাজার আবেদন দাখিল হচ্ছে।

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩০.	**প্রকল্পের নাম**	: **পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন সংগ্রহশালা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	: ১২.৬৩ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	: জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০১৫
	বাস্তবায়ন এলাকা	: অম্বিকাপুর, ফরিদপুর
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	: প্রকল্পের মাধ্যমে ৪.০০ একর জমি অধিগ্রহণসহ বাউন্ডারি ওয়াল, মিউজিয়াম ভবন, প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরি, ডরমিটরি ভবন এবং উন্মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, মিউজিয়াম সজ্জিতকরণের জন্য ওয়াল শোকেস, টেবিল শোকেস ও প্যাডেস্টাল তৈরি করা হয়েছে। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন ও লাইব্রেরির জন্য বই সংগ্রহ করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও প্রদর্শন এবং জনসাধারণের মধ্যে ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণায় এবং জনগণের সেবা প্রদানে জাদুঘরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। টিকিট বিক্রির মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের কাব্যচর্চা এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানতে পারছে এবং শিশু-কিশোরদের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হচ্ছে।

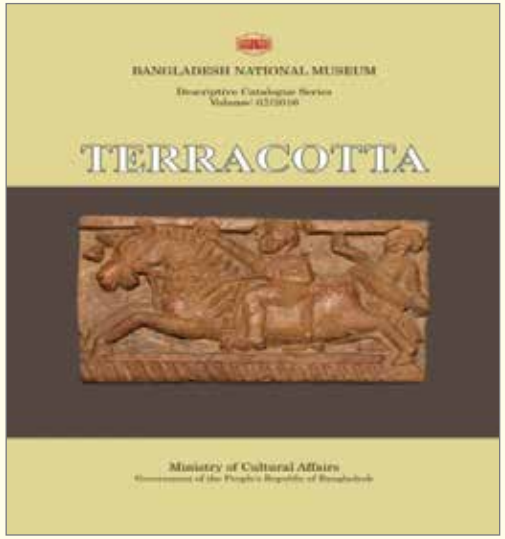
BANGLADESH NATIONAL MUSEUM
TERRACOTTA
Ministry of Cultural Affairs

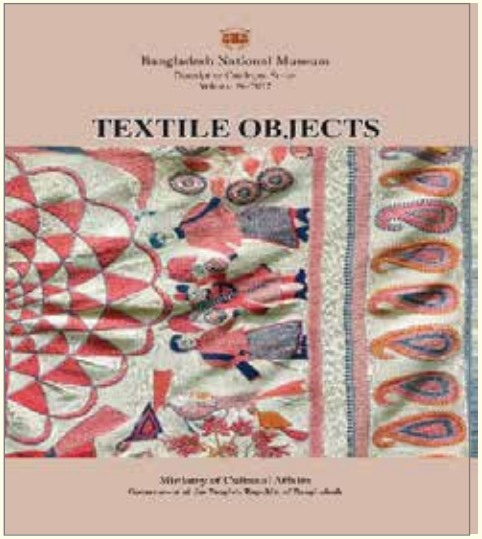
Bangladesh National Museum
TEXTILE OBJECTS

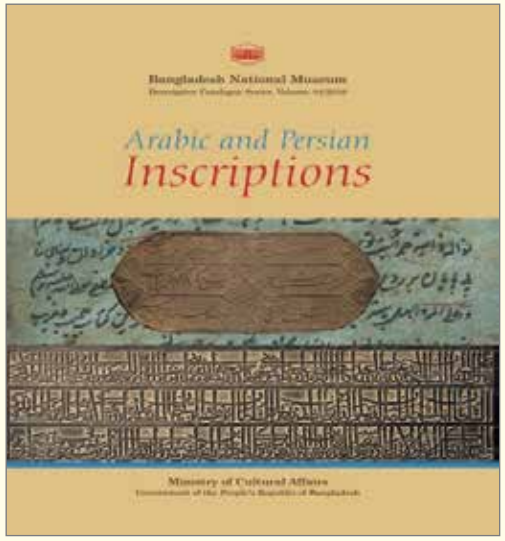
Bangladesh National Museum
Arabic and Persian
Inscriptions
Ministry of Cultural Affairs

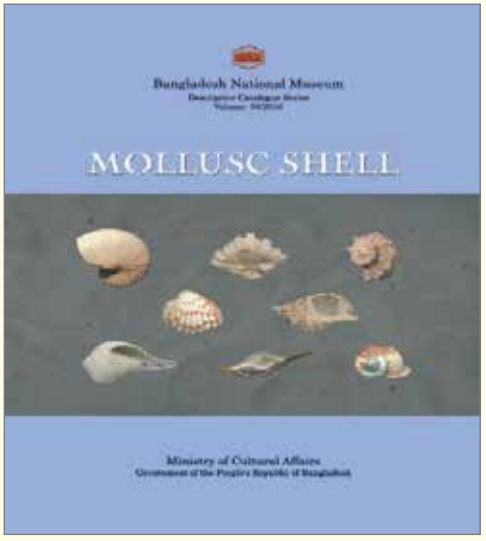
Bangladesh National Museum
MOLLUSC SHELL
Ministry of Cultural Affairs

ক্যাটালগ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩১.	**প্রকল্পের নাম**	: **বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (CMS) ও তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (MIS) উন্নয়ন কার্যক্রম শীর্ষক কর্মসূচি**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৩.৬৯ কোটি টাকা।
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	: জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮
	বাস্তবায়ন এলাকা	: ঢাকা
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ডাটা সেন্টারে আধুনিকায়ন ডাটা ব্যাকআপের জন্য নেটওয়ার্ক এটাচড স্টোরেজ (এনএএস) ব্যবস্থা সংস্থাপন, এমআইএস সফ্টওয়্যার উন্নয়নসহ জাদুঘরের সংগৃহীত নিদর্শনভিত্তিক ১৫ (পনেরো) ভলিউম বর্ণনামূলক ক্যাটালগ তৈরি করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে এনএএস এবং এমআইএস সফ্টওয়্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	: জাদুঘরের তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (এমআইএস) উন্নয়নের মাধ্যমে কাজে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি, জাদুঘরের নিদর্শনের তথ্য সফ্টওয়্যারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণসহ প্রকাশিত আন্তর্জাতিকমানের ১৫ ভলিউম বর্ণনামূলক ক্যাটালগের মাধ্যমে জাদুঘরের নিদর্শনের বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩২. **প্রকল্পের নাম**	:	**সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭.৩৫ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৫
বাস্তবায়ন এলাকা	:	কুমারখালী, কুষ্টিয়া
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বাউল গান রচিয়তা কাঙ্গাল হরিনাথ (হরিনাথ মজুমদার) ১৮৬৩ সালে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। হরিনাথের জীবনে কখনও আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না কিন্তু তা স্বত্ত্বেও পরবর্তীকালে পত্রিকা প্রকাশের সুবিধার্থে ১৮৭৩ সালে তিনি একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। প্রকল্পের মাধ্যমে ০.২৭৭৫ একর জমি অধিগ্রহণ, বাউন্ডারি ওয়াল ও জাদুঘর ভবন নির্মাণ, জাদুঘর ও অফিস ভবন নির্মাণ, কম্পিউটার ও যানবাহন ক্রয়, আসবাবপত্র সংগ্রহ, এমএন ছাপাখানা মেশিন সংস্থাপন, জাদুঘর সজ্জিতকরণ, সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম নির্মাণ করে তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি মিউজিয়াম নির্মাণ করায় ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও প্রদর্শন এবং জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, কাঙ্গাল হরিনাথ জাদুঘরের স্মৃতি নিদর্শনসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

KOIKA-এর সহায়তায় সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩৩. **প্রকল্পের নাম**	:	**আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯.১৩ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে মোট ১০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণ করেছেন, স্থানীয় পর্যায়ে ৩টি প্রশিক্ষণে মোট ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী ও ৩৬ জন কোরিয়ান বিশেষজ্ঞ সংরক্ষণবিদ প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া, সংরক্ষণ রসায়নাগারে ৩১টি আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করা হয়েছে, সংরক্ষণবিষয়ক ২ ঘণ্টার ম্যানুয়াল বই প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ, বিজ্ঞান বিষয়ক ২৯টি বিদেশি লেখকদের বই সংগ্রহ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণ ও সংরক্ষণ রসায়নাগারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। একইসাথে প্রকল্পটি সংরক্ষণ রসায়নাগারের আধুনিকায়নে ভূমিকা রাখছে।

আব্দুল হক চৌধুরী স্মৃতিকেন্দ্র, রাউজান, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩৪. **প্রকল্পের নাম**	:	**৩টি জেলায় তিনজন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতিকেন্দ্র/সংগ্রহশালা স্থাপন প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭.৯৩ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০১৯
বাস্তবায়ন এলাকা	:	চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ ও নেত্রকোণা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রামের রাউজানে আব্দুল হক চৌধুরী, হবিগঞ্জে কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী এবং নেত্রকোণায় কমরেড মণি সিং-এর স্মরণে স্মৃতিকেন্দ্র/সংগ্রহশালা স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অনাবাসিক ভবন, বইপত্র সাময়িকী সংগ্রহ, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র সংগ্রহ, প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আব্দুল হক চৌধুরী, কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী এবং কমরেড মণি সিং-এর স্মৃতি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ, শিল্প সাহিত্য ও গণ আন্দোলনের স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ও সাহসী ভূমিকা নব প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এবং এতৎসংক্রান্ত সাহিত্য চর্চা ও গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যাচ্ছে।

১৯৭১ : গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩৫. প্রকল্পের নাম	:	**১৯৭১ : গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩২.২২ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩
বাস্তবায়ন এলাকা	:	২৬, সাউথ সেন্ট্রাল রোড, ওয়ার্ড নং-২২, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৪৯০.৬২ বর্গমিটার ৬ তলাবিশিষ্ট জাদুঘর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা। দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। নির্যাতনের শিকার বহু নারীপুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনকি নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। যার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম এই গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উপেক্ষিত সে ইতিহাস দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের মুক্তিযুদ্ধকালে ঘটে যাওয়া গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য নিদর্শন দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গণহত্যা তথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং গণহত্যা সম্পর্কিত তথ্য ও ছবির যে সংগ্রহশালা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রধান অর্জন হচ্ছে, বাংলাদেশের নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃত ইতিহাস জানার অভাবনীয় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভবন

বাংলা একাডেমি

৩৬. **প্রকল্পের নাম**	:	**বাংলা একাডেমি ভবন নির্মাণ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩১.৮৬ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	এপ্রিল ২০০৬ থেকে মার্চ ২০১২
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বাংলা একাডেমি, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৮ম তলা ভিতের ওপর আটতলা ভবন এবং অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন পাঁচশত সিটের অডিটোরিয়াম ও ১০০ সিটের নান্দনিক সেমিনার কক্ষ নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে বাংলা একাডেমি ভবন উদ্বোধন করেন।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্পটি সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ায় বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাচ্ছন্দ্যে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে পদভিত্তিক আসনবিন্যাস সুবিধাজনক হয়েছে। ফলে উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। একাডেমির সেবা গ্রহীতাগণ উন্নত পরিবেশে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় সেবা নিতে পারছেন। ভবনের দুটি আধুনিক মিলনায়তনে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি প্রশাসনিক, গবেষণা ও প্রকাশনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে দেশের সকল শ্রেণির মানুষ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণা থেকে সেবা গ্রহণে সুবিধা ভোগ করছে। প্রকল্পভুক্ত ভবনটি বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নামে নামকরণ করা হয়েছে–যা আমাদের ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর ও জাতীয় ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়। ভবনটি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মননশীল চর্চায় কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী গুণিজনদের নিকট সমাদৃত হয়েছে। আধুনিক ও নান্দনিক এই ভবন অনেক পরিদর্শকের নিকট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতীক-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে রাখার স্মৃতিস্মারকের ভূমিকা রাখছে।

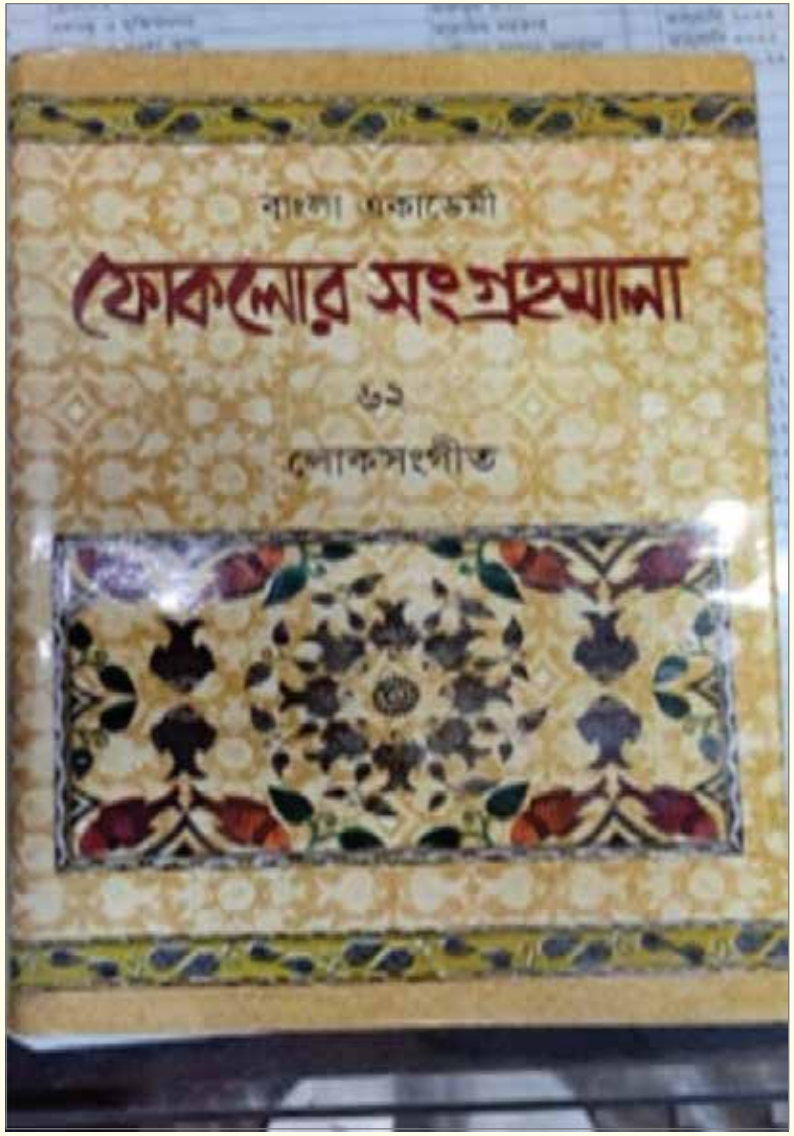
বাংলা একাডেমী
ফোকলোর সংগ্রহমালা
৬২
লোকসংগীত

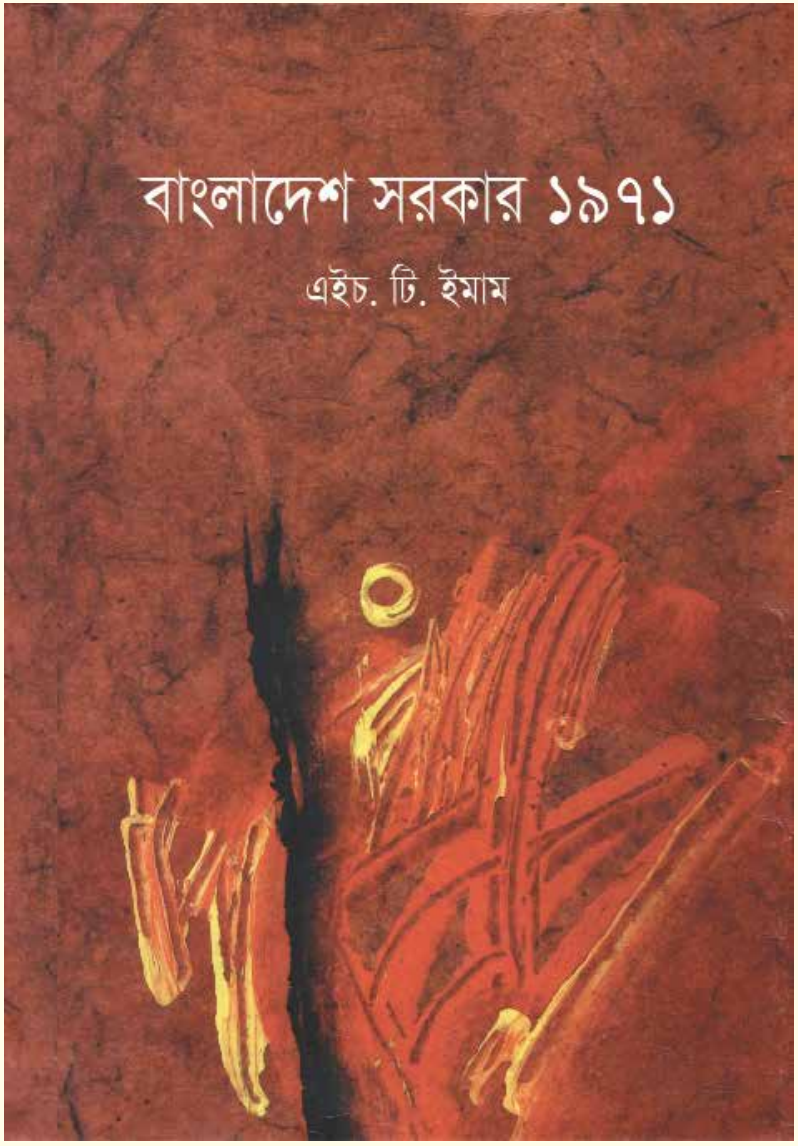
বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১
এইচ. টি. ইমাম

বাংলা একাডেমি

৩৭. **প্রকল্পের নাম**	:	**বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	০.২৫ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১০
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	খ্যাতনামা সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের জীবন ও কর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বাংলা একাডেমি আমাদের মাতৃভাষা বাংলার অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়নে নানামাত্রিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিক কার্যাবলির বৃত্তের বাইরে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের নানামাত্রিক অঙ্গনের গবেষণালব্ধ তথ্যের সন্নিবেশে নতুন নতুন বই প্রকাশের লক্ষ্যে গৃহীত এই প্রকল্প জনজীবনে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। প্রকল্প থেকে প্রকাশিত বইগুলো সাধারণ পাঠকসহ বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে সমাদৃত হয়েছে। জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনে লক্ষ্যে প্রণীত গ্রন্থসমূহ নিরন্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

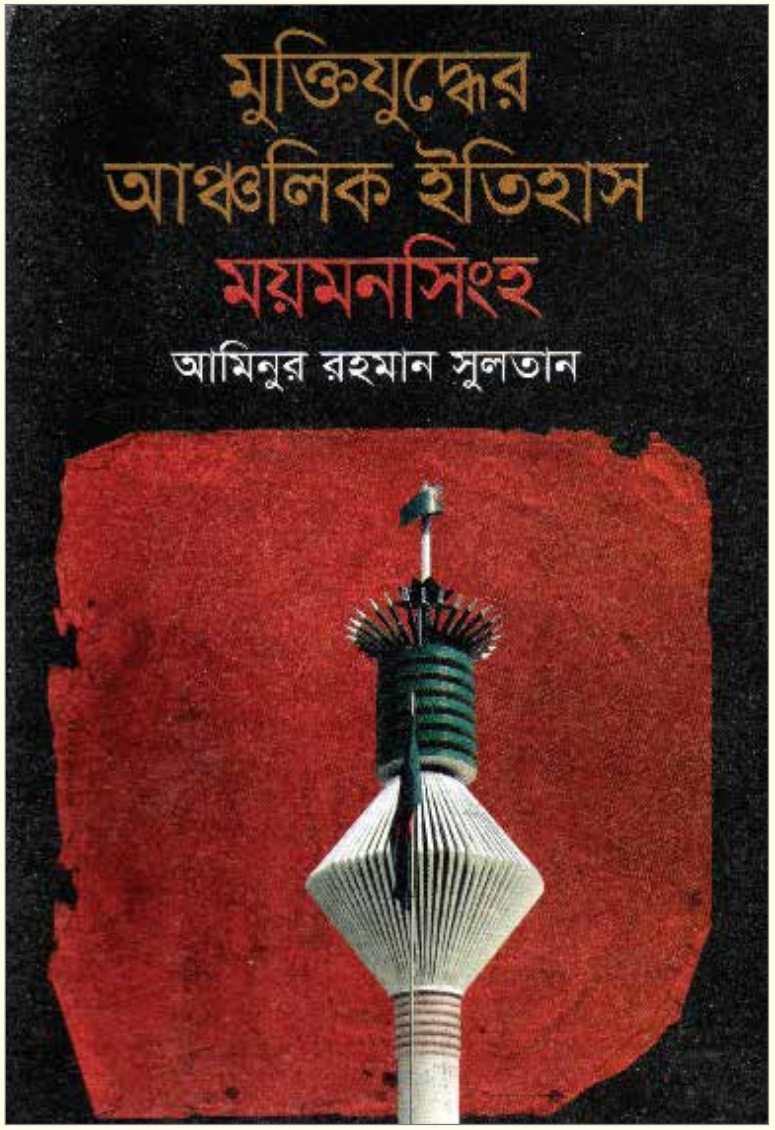
মুক্তিযুদ্ধের
আঞ্চলিক ইতিহাস
ময়মনসিংহ
আমিনুর রহমান সুলতান

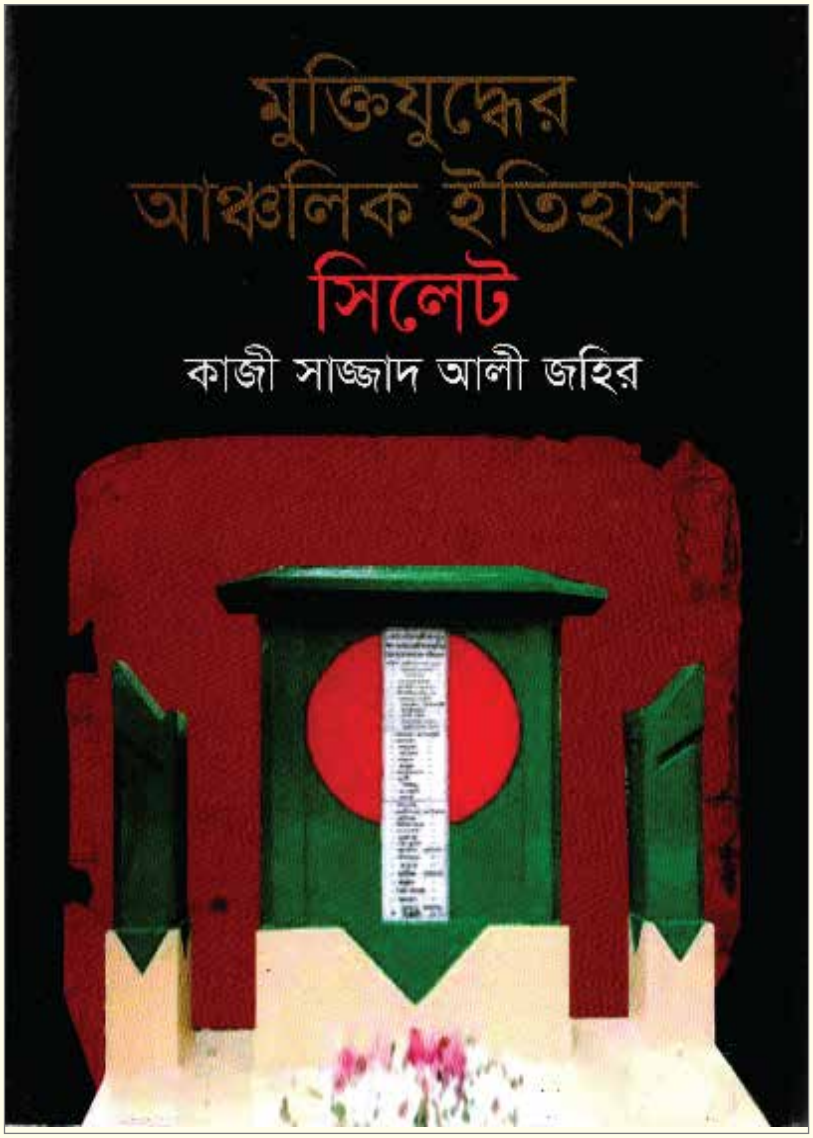
মুক্তিযুদ্ধের
আঞ্চলিক ইতিহাস
সিলেট
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির

বাংলা একাডেমি

৩৮. **প্রকল্পের নাম**	:	**মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	০.১৩ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১১
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মনিবেদনের কথা মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাসে তুলে ধরার লক্ষ্যে বৃহত্তর ১৯টি জেলায় মুক্তিযুদ্ধের তৃণমূল পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাদান নিয়ে জমাকৃত ৫টি জেলার পাণ্ডুলিপি মধ্য থেকে ৩টি জেলার মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশিত হয়।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, মজুর, নারী ও মেহনতি মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মনিবেদনের কথা মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাসে তুলে ধরার লক্ষ্যে বৃহত্তর ১৯টি জেলায় মুক্তিযুদ্ধের তৃণমূল পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাদান নিয়ে জমাকৃত ৫টি জেলার পাণ্ডুলিপির মধ্য থেকে ৩টি জেলার মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশিত হয়। এর ফলে দেশের মানুষ অঞ্চলভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার সুযোগ লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের তৃণমূল পর্যায়ের ইতিহাস থেকে জনগোষ্ঠীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধকরণে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র

বাংলা একাডেমি

৩৯. প্রকল্পের নাম : **মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র মেরামত ও সংস্কার**

প্রাক্কলিত ব্যয় : ০.১৭ কোটি টাকা

বাস্তবায়ন মেয়াদ : জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১১

বাস্তবায়ন এলাকা : পদমদী, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্রটি বর্তমান প্রজন্মসহ সর্বসাধারণের প্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।

উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব :

স্মৃতিকেন্দ্রের নান্দনিক ও নৈসর্গিক পরিবেশ সর্বসাধারণকে এক অকৃত্রিম জীবনবোধের অনুভূতি দেয়। প্রতিষ্ঠানটির সুবিন্যস্ত ও পাঠকবান্ধব গ্রন্থাগার, মীর মশাররফ সংগ্রহশালা প্রান্তিক পর্যায়ে সাহিত্যপ্রেমীদেরকে জ্ঞানের জোগান দিচ্ছে। এই স্মৃতিকেন্দ্রে বাংলা একাডেমি বই বিক্রয় কেন্দ্রের একটি শাখা চালু রয়েছে। যার ফলে বৃহত্তর ফরিদপুর ও খুলনা বিভাগের বইপ্রেমীরা বই ক্রয় করতে পারছেন। এ প্রকল্প মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ প্রায়ই স্মতিকেন্দ্র পরিদর্শন করে এর পরিবেশ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে থাকেন। স্মৃতিকেন্দ্রটি নিয়মিত অগণিত দর্শনার্থী ও সাহিত্যপ্রেমীদের পদচারণায় মুখরিত থাকে।

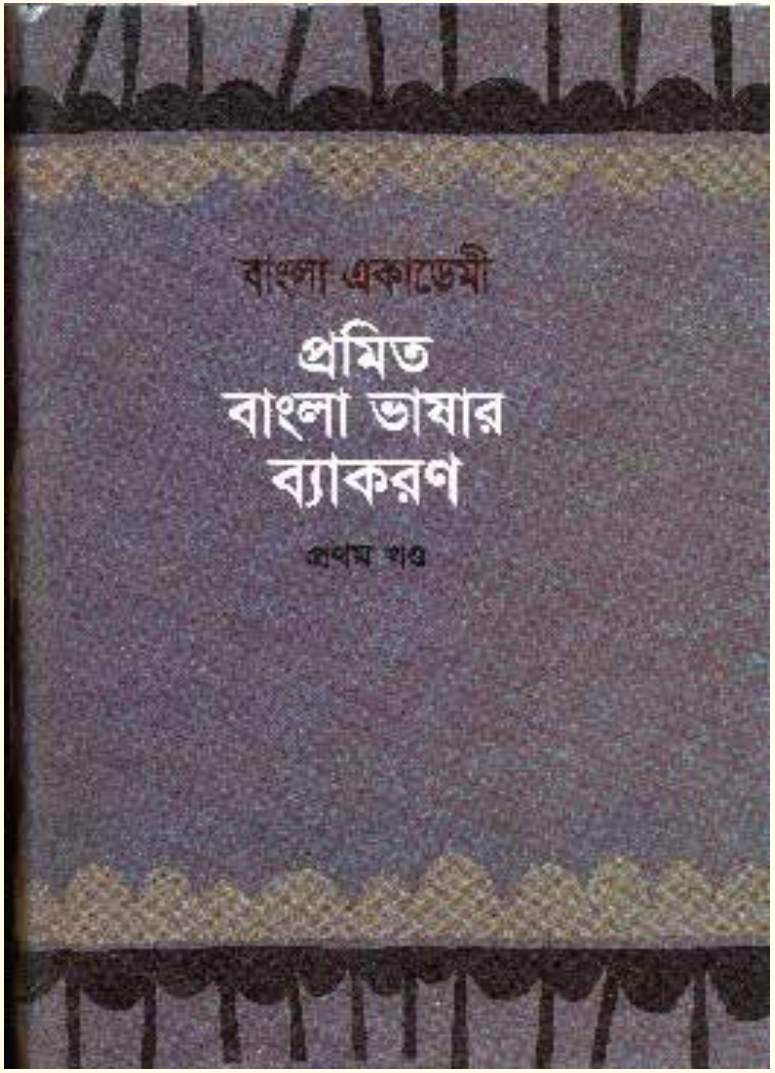

কর্মসূচি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ

বাংলা একাডেমি

৪০. **কর্মসূচির নাম**	:	**বাংলা একাডেমি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন ও প্রকাশনা**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	০.৪৪ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	সংস্কৃত আদলে ব্যাকরণের পরিবর্তে বাংলা ভাষায় স্বকীয় ব্যাকরণ রচনা।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বাংলা ভাষায় একটি স্বতন্ত্র ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন আমাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা। বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থ প্রণয়নের মধ্যদিয়ে দুই বাংলায় ভাষাবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে। ব্যাকরণ গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে দেশের গবেষক, লেখক, পাঠকসহ সকল শ্রেণির শিক্ষানুরাগীদের বাংলা ভাষায় জ্ঞানার্জনের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি প্রণয়নের মধ্যদিয়ে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শুদ্ধরূপে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের চর্চার দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সর্বমহলে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ শুদ্ধরূপে চর্চায় এই গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

ভাষা আন্দোলন জাদুঘর, জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর এবং বাংলা একাডেমি আর্কাইভস

বাংলা একাডেমি

৪১. **প্রকল্পের নাম**	:	**ভাষা আন্দোলন জাদুঘর, জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর এবং বাংলা একাডেমি আর্কাইভস স্থাপন**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১.৭৪ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বাংলা একাডেমি, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ভাষাশহিদ ও ভাষাসংগ্রামীদের জীবনী রচনা, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং দেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের জাতির কাছে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিসত্তার আত্মপরিচয় ও অধিকার চেতনার প্রধান স্ফুলিঙ্গ। একুশের মহান রক্তোৎসর্গ বাঙালি জাতির বোধ, মনন ও মনীষায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সোনালি অক্ষরে। এ প্রকল্প ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ভাষাশহিদ ও ভাষাসংগ্রামীদের জীবনী রচনা, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং দেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের জাতির কাছে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দলিলপত্র, রেকর্ডসহ বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি, বিবর্তন, প্রাচীন পুথি প্রভৃতি বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সঠিক তথ্যাবলি জানানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একুশের চেতনায় জ্ঞানভিত্তিক সমাজগঠনে এ প্রকল্প জনজীবনে অনন্য প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিকভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ ভবন বর্ধমান হাউসের নিচতলায় 'জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর' ও তৃতীয় তলায় 'লোক ঐতিহ্য জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে–যেখানে নিয়মিত দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে। একইসঙ্গে বর্ধমান হাউসের তৃতীয় তলায় 'বাংলা একাডেমি মহাফেজখানা' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে–যেখানে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, মাঠপর্যায়ের লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহ ও মূল্যবান নথিপত্র সংরক্ষিত রয়েছে।

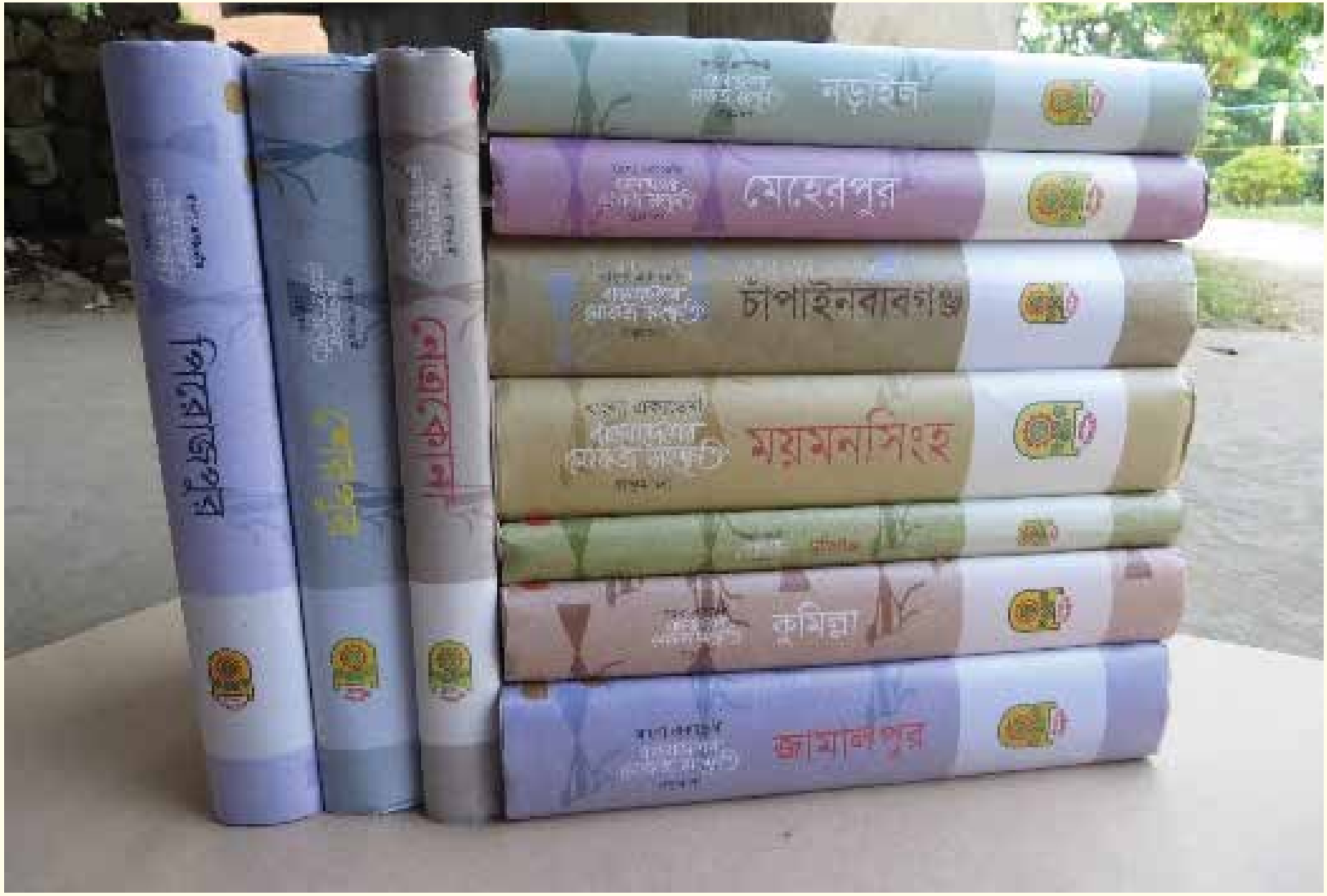

কর্মসূচি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

বাংলা একাডেমি

৪২. **কর্মসূচির নাম**	:	**লোকজ সংস্কৃতি বিকাশ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩.৬৫ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১২
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজ উপাদানসমূহ খুঁজে বের করে আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও প্রকাশনার নিমিত্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্মৃত তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ৬৪ জেলার 'বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা'। প্রকাশিত গ্রন্থপঠনে সকল শ্রেণিপেশার মানুষের জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক সংস্কৃতিসহ লোকজ উপাদান সংবলিত বিস্তারিত তথ্য জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে জনগণের মধ্যে লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ে সামগ্রিকভাবে আগ্রহের তৈরি হয়েছে। জেলাভিত্তিক লোকজ সংস্কৃতি প্রণীত হওয়ায় প্রত্যেক জেলার জনগোষ্ঠী তাদের জেলাভিত্তিক সংস্কৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে জানতে পারছে এবং সংস্কৃতির উপাদানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণে মনোযোগী হয়েছেন যা লোকজ সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থমালার বিশেষ চাহিদা বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণির মানুষের নিকট বহুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন

বাংলা একাডেমি

৪৩. **কর্মসূচির নাম**	:	**খ্যাতনামা সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের জীবন ও কর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা, তাঁদের সংগ্রহ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩.০৮ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১২
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বাংলা একাডেমি
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের সংস্কৃতির গবেষণা, পরিচর্যা ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য খ্যাতনামা সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের জীবন ও কর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা, তাঁদের রচনাবলি প্রকাশ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলা একাডেমি বাংলা, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, অভিধানচর্চা, অর্থনীতি প্রভৃতি সৃজনশীল ও মননশীল কার্যাবলি সম্পাদন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গৃহীত কর্মসূচি থেকে খ্যাতনামা সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের জীবন ও কর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা, তাঁদের রচনাসংগ্রহ, বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস রচনা এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন আয়োজনের ফলে গবেষক, লেখক ও সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। খ্যাতনামা সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের জীবন ও কর্মবিষয়ক গ্রন্থাবলি জ্ঞানভিত্তিক সমাজগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার প্রদান

বাংলা একাডেমি

৪৪. **প্রকল্পের নাম**	:	**বিবর্তনমুলক বাংলা অভিধান**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩.৬৫ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বাংলা একাডেমি, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	বাংলা ভাষার নানামুখী অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষা চর্চাকে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ করে তোলা এবং 'বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান' প্রকাশ।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। বাংলা অভিধানচর্চায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী অভিধান হলো 'বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান'। এই অভিধানটি বাংলা ভাষা গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। একইসঙ্গে এ অভিধানটি আন্তর্জাতিকভাবেও সমাদৃত হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সকল শ্রেণির শিক্ষানুরাগীগণ প্রকাশিত অভিধান থেকে শব্দের কালানুক্রমিক অর্থের বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছে। দেশের বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সকল শ্রেণির শিক্ষানুরাগীগণ এ প্রকল্প থেকে প্রকাশিত অভিধান হতে শব্দের কালানুক্রমিক অর্থের বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছে।

বর্ধমান হাউস

বাংলা একাডেমি

৪৫. **কর্মসূচির নাম**	:	**বাংলা একাডেমি বর্ধমান হাউস সংস্কার ও সংরক্ষণ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫৭ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৩
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বাংলা একাডেমি, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনায় ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চলমান বর্ধমান হাউস তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর আবাসিক ভবন হওয়ায় এটি জনরোষে পতিত হয় এবং এটি বাংলা ভাষার গবেষণাগারে রূপান্তরিত করার প্রবল দাবি ওঠে। ফলে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্ধমান হাউস সংস্কার ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বর্ধমান হাউস সংস্কার ও সংরক্ষণ-এর ফলে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধমান হাউসের নিচতলায় 'জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর' স্থাপন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্ধমান হাউসের দ্বিতীয় তলায় 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর' স্থাপন করে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সংবলিত স্থিরচিত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্ধমান হাউসের তৃতীয় তলায় বাংলা একাডেমি আর্কাইভস (মহাফেজখানা) স্থাপন এবং সংস্কার করে একাডেমির পত্রিকা, নথিপত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ আসবাবপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে দেশের সকল শ্রেণিপেশার মানুষ বর্ধমান হাউসে সংরক্ষিত জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর এবং ভাষা আন্দোলন জাদুঘর থেকে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক, লেখক এবং ভাষা আন্দোলন বিষয়ে সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি-চেতনাবাহী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউস নিরন্তর জ্ঞানের উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলা একাডেমি স্টাফ কোয়ার্টার্স

বাংলা একাডেমি

৪৬. **প্রকল্পের নাম**	:	**বাংলা একাডেমি স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫২.৯৯ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫
বাস্তবায়ন এলাকা	:	উত্তরাস্থ ৮ নং সেক্টর, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য একাডেমির উত্তরাস্থ ২ বিঘা ২ কাঠা নিজস্ব জমিতে বাংলা একাডেমির স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর দুটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের আবাসিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হওয়ায় একাডেমির প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকার উত্তরায় ১৩ তলাবিশিষ্ট দুটি ভবনের একটিতে কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যটিতে কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের পরিবার নিয়ে বসবাস করার সুযোগ পাওয়ায় অফিসে নিয়মিত আসা-যাওয়ার সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে বাংলা একাডেমি থেকে প্রদত্ত সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলা একাডেমি পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র

বাংলা একাডেমি

৪৭. **প্রকল্পের নাম**	:	**বাংলা একাডেমি পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র আধুনিকায়ন**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৮.০৪ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৪
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বাংলা একাডেমি, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	৫ তলাবিশিষ্ট নির্মিত ভবনটি আধুনিক পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র, ব্যাংক, ক্যান্টিন এবং আমন্ত্রিত দেশি-বিদেশি অতিথিদের (লেখক, গবেষক) জন্য অতিথিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বাংলা একাডেমি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে একাডেমির কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫ তলাবিশিষ্ট ভবনটির নিচতলায় সুবিশাল পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র এবং ভাস্কর নভেরা প্রদর্শনী কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ভবনটির নামকরণ করা হয়েছে 'ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন'। ভবনটির দোতলায় ক্যান্টিন, ব্যাংক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংরক্ষিত রয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ তলায় সুবিন্যস্ত অফিস কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম তলায় বিশিষ্ট লেখক, গবেষকসহ অতিথিদের বিশ্রামের লক্ষ্যে ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থী লেখক, গবেষক ও বইপ্রেমীরা একটি নান্দনিক পরিবেশে বাংলা একাডেমির গ্রন্থ ক্রয় করতে পারছেন। সামগ্রিকভাবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে সর্বস্তরের পাঠকবৃন্দকে সেবাপ্রদান সম্ভবপর হচ্ছে।

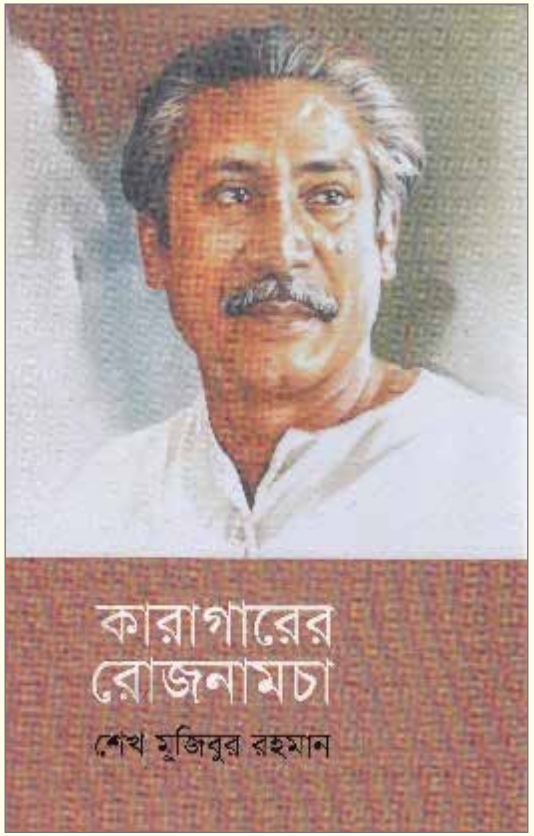

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মসূচি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করছেন

বাংলা একাডেমি

৪৮. **প্রকল্পের নাম**	:	**বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫.৭০ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বাংলা একাডেমি, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ এবং সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনসহ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্যে ১৮৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ফলে লেখক, গবেষক ও শিক্ষানুরাগীগণ প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারছেন। এই প্রকল্প থেকে প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান' সর্বমহলে বহুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। সাং বাৎসরিক ক্রেতার চাহিদায় অভিধানটি শীর্ষে অবস্থান করছে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজগঠনে এ প্রকল্প নিরন্তর ভূমিকা রেখে চলেছে। যার ফলে গণমানুষের সঙ্গে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে।

জাতীয় চিত্রশালা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৪৯. **কর্মসূচির নাম**	:	**অ্যাকশন প্ল্যান ফর দি সেইফ গার্ডিং বাউল সং শীর্ষক কর্মসূচি**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৬ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	এপ্রিল ২০০৬ হতে মার্চ ২০১০
বাস্তবায়ন এলাকা	:	ঢাকা ও কুষ্টিয়া
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	UNESCO-এর সহায়তায় বাংলাদেশের বাউল সংগীতের প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	দেশের বাউল সংগীতের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাউল সংগীত সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৫০. **প্রকল্পের নাম**	:	**জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৯.৩৬ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১২
বাস্তবায়ন এলাকা	:	সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	২য় পর্যায়ে জাতীয় চিত্রশালায় ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলায় ৪টি ছবি প্রদর্শনী গ্যালারি, ১টি ভাস্কর্য গ্যালারি, ১টি ফটোগ্রাফি গ্যলারি, ৩০০ আসনবিশিষ্ট জাতীয় চিত্রশালা, একটি অডিটোরিয়াম, ১টি ক্যাফেটেরিয়া এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিস কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	সম্প্রসারিত অংশে আধুনিক সুযোগসুবিধা সংবলিত ৫টি আর্ট গ্যালারি ও ১টি ভাস্কর্য গ্যালারি স্থাপনের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে দর্শক ও প্রতিযোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হাছনরাজা একাডেমি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৫১. প্রকল্পের নাম	:	**হাছনরাজা একাডেমি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭.৭৩ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	এপ্রিল ২০০৯ হতে মার্চ ২০১৩
বাস্তবায়ন এলাকা	:	সুনামগঞ্জ
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	এ প্রকল্পের আওতায় ৪০০ আসনবিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম, ১টি আঞ্চলিক মিউজিয়াম এবং প্রশিক্ষণের জন্য ৩ (তিন) তলাবিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বাংলার সফল লোকসংগীত শিল্পী মরমি কবি হাছন রাজা। হাছন রাজাসহ এ হাওড় অঞ্চলের মনীষীদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের জীবন, সাহিত্যকর্ম, সংগীতসহ সামগ্রিক অবদান, বাণী, সুর ও রচনাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা, প্রচার ও সামগ্রিক মরমি গানের চর্চা করার প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ অঞ্চলের জনগণ তথা সমগ্র দেশের মানুষ তাঁদের সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

নন্দনমঞ্চ ও ফাউন্টেন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৫২. **কর্মসূচির নাম**	:	**বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি চত্বরের পুকুর সংস্কার ও নান্দনিকীকরণ শীর্ষক কর্মসূচি**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১.০৮ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	মে ২০১৩ হতে জুন ২০১৪
বাস্তবায়ন এলাকা	:	সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে ডোবা আকৃতির জলাধার সংস্কার, জলাধারের মাঝে নন্দনমঞ্চ ও ফাউন্টেন স্থাপন করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	একাডেমির মধ্যভাগে মাঠসংলগ্ন নন্দনমঞ্চ নির্মাণ ও ফাউন্টেন স্থাপনের ফলে একাডেমির সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান মঞ্চায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মাদারীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৫৩. **প্রকল্পের নাম**	:	**মাদারীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৮.৭৬ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৬
বাস্তবায়ন এলাকা	:	মাদারীপুর
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমন্বয় রেখে জেলা পর্যায়ে মুক্ত মন ও মানসিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রচার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম জনগণের নিকট পরিচিত ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে মাদারীপুর জেলায় ৫০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্পের আওতায় ৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম, প্রশিক্ষণের জন্য তিন তলাবিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করার ফলে উক্ত জেলা ও উপজেলায় সংস্কৃতিচর্চার প্রচার-প্রসার ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৫৪. **প্রকল্পের নাম**	:	**উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২০৯.৭০ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮
বাস্তবায়ন এলাকা	:	কাপাসিয়া, ডুমুরিয়া, ভান্ডারিয়া, কাহারোল, রাঙ্গুনিয়া, মতলব উত্তর, মেলান্দহ, ডোমার, নবাবগঞ্জ এবং শিবচর।
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	প্রতিটি ইউনিটে এক তলাবিশিষ্ট একটি প্রশিক্ষণ ভবন এবং ব্যবহার উপযোগী ৫০০ আসনবিশিষ্ট উন্মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক ভবনে ২টি প্রশিক্ষণ রুম, ১টি টিচার্স রুম এবং ২টি মেকআপ/গ্রিনরুম নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	কর্মসূচির আওতায় ১০টি উপজেলায় উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণের ফলে জেলা থেকে উপজেলা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হয়েছে। এতে উপজেলায় সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি হয়েছে এবং জনসাধারণ সাংস্কৃতিক চর্চা করতে পারছে।

দিনাজপুর

হালুয়াঘাট

নওগাঁ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৫৫. **প্রকল্পের নাম**	:	**হালুয়াঘাট, নওগাঁ এবং দিনাজপুর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩১.৪৮ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭
বাস্তবায়ন এলাকা	:	হালুয়াঘাট, নওগাঁ ও দিনাজপুর
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	প্রতিটি ইউনিটে ৩৫০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম/মাল্টিপারপাস হল, প্রশিক্ষণ ভবন এবং ওপেন স্টেজ নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	৩৫০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম/মাল্টিপারপাস হল, প্রশিক্ষণ ভবন এবং ওপেন স্টেজ নির্মাণ করার ফলে উক্ত জেলা ও উপজেলায় সংস্কৃতিচর্চায় প্রচার প্রসার ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। একাডেমি নির্মাণ হওয়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মান উন্নত হয়েছে। এর ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত এবং অপসংস্কৃতি ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, হবিগঞ্জ

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, সিলেট

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কিশোরগঞ্জ

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, গোপালগঞ্জ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৫৬. **প্রকল্পের নাম**	:	**১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি নবায়ন, সংস্কার ও মেরামত শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭৬.৬০ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯
বাস্তবায়ন এলাকা	:	কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, গোপালগঞ্জ, রাজশাহী, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, চট্টগ্রাম, ঝালকাঠি, নীলফামারী, দিনাজপুর
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	১৫টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি নবায়ন, সংস্কার ও মেরামত প্রকল্পের আওতায় ৩৫০-৭৫০ আসনবিশিষ্ট এসিসহ অডিটোরিয়াম, অ্যাকুস্টিকস সুবিধা, চেয়ার, আলোক/শব্দ যন্ত্রপাতি, কাঠের মঞ্চ, মঞ্চ সরঞ্জাম এবং রঙের কাজ করা।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জেলা শিল্পকলা একাডেমিসমূহের কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগত মান নিশ্চিত এবং বিভিন্ন জেলা শিল্পকলা একাডেমির অ্যাকুস্টিকস সুবিধা, শব্দ ব্যবস্থা, মঞ্চস্থ যন্ত্রপাতি, আলোক ব্যবস্থা যেকোনো ধরনের পরিবেশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী সুবিধাদি উন্নত করা হয়েছে। ফলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মান উন্নত হয়েছে। এর ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত এবং অপসংস্কৃতি ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কুষ্টিয়া

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৫৭. **প্রকল্পের নাম**	:	**কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৭.৫৫ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১
বাস্তবায়ন এলাকা	:	কুষ্টিয়া
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	এ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগসুবিধা সংবলিত ৬০০ আসনবিশিষ্ট মিলনায়তন, সেমিনার হল, লাইব্রেরি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাসরুমসহ অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পরিবেশবান্ধব স্থাপনাদি নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় পূর্বের তুলনায় প্রশিক্ষণার্থী ও দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনুষ্ঠানের মান উন্নত হয়েছে। অপসংস্কৃতির প্রসার রোধ এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে প্রকল্পটি বিশেষ অবদান রাখছে।

বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি (জামালপুর, খুলনা, রংপুর, মানিকগঞ্জ)

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৫৮. **প্রকল্পের নাম**	:	**বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ (৮টি) শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২২৮.৪৫ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১
বাস্তবায়ন এলাকা	:	খুলনা, রংপুর, বরিশাল, জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ, মৌলভীবাজার, মানিকগঞ্জ ও পাবনা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	রংপুর, জামালপুর, মৌলভীবাজার, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও পাবনা জেলায় অ্যাকুস্টিকস সুবিধাসংবলিত ৫০০ আসনের অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন, লাইট সিস্টেম ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, অডিটোরিয়ামে চেয়ার, জেনারেটর ও সোলার প্যানেল, গভীর নলকূপ, পিএবিএক্স সিস্টেম স্থাপন, এলইডি স্ক্রিন সংযোজন, অফিস ফার্নিচার সরবরাহ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সংযোজন ও লাইব্রেরি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও বরিশাল ও খুলনা শিল্পকলা একাডেমিতে উন্মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	আধুনিক সুযোগসুবিধা সংবলিত ভবনসমূহ নির্মাণের ফলে সংস্কৃতিচর্চার বিকাশ ও উন্নয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি প্রযোজনার মান উন্নত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চ ভাষণ প্রদানের আদলে পিতলের তৈরি ভাস্কর্য

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

৫৯. **কর্মসূচির নাম**	:	**বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচি**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১.০০ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১০ থেকে জুন ২০১১
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন , সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৮ ফিট উচ্চতার ৭ই মার্চ ভাষণ প্রদানের আদলে পিতলের তৈরি ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	জাতির পিতার ভাস্কর্য নির্মাণের ফলে বাংলাদেশকে জানতে, বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস জানতে, বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ট্রেনিং সেন্টার কাম আর্টিস্ট হোস্টেল

মাচাং ঘর

উন্মুক্ত মঞ্চ

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি

৬০. **কর্মসূচির নাম**	:	**উপজাতীয় মিউজিক ট্রেনিং সেন্টার কাম আর্টিস্ট হোস্টেল স্থাপন, রাঙ্গামাটি স্থাপন প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪.৭০ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১১
বাস্তবায়ন এলাকা	:	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	কর্মসূচির আওতায় ত্রিতল মিউজিক ট্রেনিং সেন্টার কাম আর্টিস্ট হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ইনস্টিটিউটের চারপাশে সীমানা প্রাচীর, উন্মুক্ত মঞ্চ ও মাচাং ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংগীত ও নৃত্য বাংলা লোক, উচ্চাঙ্গ ও সাধারণ নৃত্য চারুকলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও বর্ণমালা) সুন্দরভাবে প্রদানে সহজতর হয়েছে। জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীগণ হোস্টেলে অবস্থান করে সহজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছে। দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে রাঙ্গামাটিতে শিক্ষা সফরে আসা ছাত্রছাত্রীরা এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ অল্প ভাড়ায় হোস্টেলে থাকতে পারছে। ইনস্টিটিউটের আশেপাশে কোনো কুলিং কর্নার ও টি স্টল না থাকায় অডিটোরিয়ামের পাশে নির্মিত মাচাং ঘরটি স্যুভেনির কাম কফি হাউজ হিসাবে চালু করা হয়েছে। কফি হাউজ চালুর ফলে একদিকে অডিটোরিয়ামের অনুষ্ঠানের লোকজন এখানে বসে সহজে চা-নাস্তা খেতে পারছে অন্যদিকে চা-নাস্তা বিক্রি করে ইনস্টিটিউটেরও রাজস্ব আয় হচ্ছে। উন্মুক্ত মঞ্চটি নির্মাণের ফলে জেলার বিভিন্ন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/রাজনৈতিক সংগঠনের উপকার হয়েছে। এ উন্মুক্ত মঞ্চে তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, গেট টুগেদার, পুনর্মিলনী, ব্যান্ড অনুষ্ঠান করতে পারছে। ইনস্টিটিউটও প্রতিবছর এ উন্মুক্ত মঞ্চে মেলা আয়োজন করতে পারছে।

রুমা উপজেলা আঞ্চলিক কেন্দ্র (ভবন)

রুমা উপজেলা আঞ্চলিক কেন্দ্র (সম্মুখভাগ)

রুমা উপজেলা আঞ্চলিক কেন্দ্র (বারান্দা)

হলরুমের মঞ্চ

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

৬১. **প্রকল্পর নাম**	:	**রুমা উপজেলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭.৯২ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৫
বাস্তবায়ন এলাকা	:	রুমা উপজেলা সদর, বান্দরবান
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের মধ্যে আদালত ভবন সংলগ্ন এক একর খালি জায়গাতে প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয়েছে। এতে আছে ১,৫৮০.০৫ বর্গমিটার আয়তনের তিন তলাবিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র; নিচতলায় শব্দ প্রক্ষেপণ যন্ত্র ও আলোক সম্পাত ব্যবস্থাসহ ১৫০ আসনবিশিষ্ট ১টি হলরুম; দ্বিতীয় তলা ও তৃতীয় তলায় ৪টি প্রশিক্ষণ কক্ষ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসকক্ষসহ মোট কক্ষ ১৪টি।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	রুমা উপজেলা দুর্গম ও প্রত্যন্ত একটি এলাকা; জেলা শহর থেকে সরাসরি কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র এই বান্দরবান পার্বত্য জেলা। কিন্তু দুর্গম সব পাহাড়-পর্বত আর শ্বাপদসংকুল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এবং জেলা সদর থেকে প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থান করায় এখানকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণের জীবনধারা রয়ে গিয়েছিল জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতোধারা থেকে অনেক দূরে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত ও দুর্গম উপজেলা রুমায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণের জীবনযাত্রা ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ওপর গবেষণা পরিচালনা এবং তাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পরিপূরণ করার অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি

৬২. **প্রকল্পের নাম**	:	**খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪.৭২ কোটি
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১
বাস্তবায়ন এলাকা	:	খাগড়াছড়ি জেলা সদর
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিদ্যমান খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করা এবং জাতিগত/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের অধিকার রক্ষায় অবদান রাখা হচ্ছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্যচর্চা, প্রসার ও বিকাশের জন্য উক্ত কর্মসূচি বা প্রকল্প জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে সংস্কৃতিমনা, সংস্কৃতি লালনের ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা রাখছে।

রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার

৬৩.	**কর্মসূচির নাম**	: **রামুতে রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কর্মসূচি**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	: ২.৬৩ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	: জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০০৯
	বাস্তবায়ন এলাকা	: রামু, কক্সবাজার
	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	: কক্সবাজার শহরের প্রায় ২০ কিমি দূরে রামু উপজেলার রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় ৫০ শতক জমি সংগ্রহ ও উন্নয়নপূর্বক একটি দৃষ্টিনন্দন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	: কক্সবাজারে আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিকট কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে তুলে ধরা, রাখাইন নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে রাখাইন সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করছে। স্থানীয় রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রীতিনীতিসহ সামাজিক ও সংস্কৃতিক বিভিন্ন উপকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সেসব বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে পর্যটন নগরী কক্সবাজারকে সমৃদ্ধ করছে। বিভিন্ন উৎসব পালন এবং মেলা আয়োজনের মাধ্যমে সংস্কৃতির মূল স্রোতোধারার সঙ্গে রাখাইনদেরকে সম্পৃক্ত করে অপসংস্কৃতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

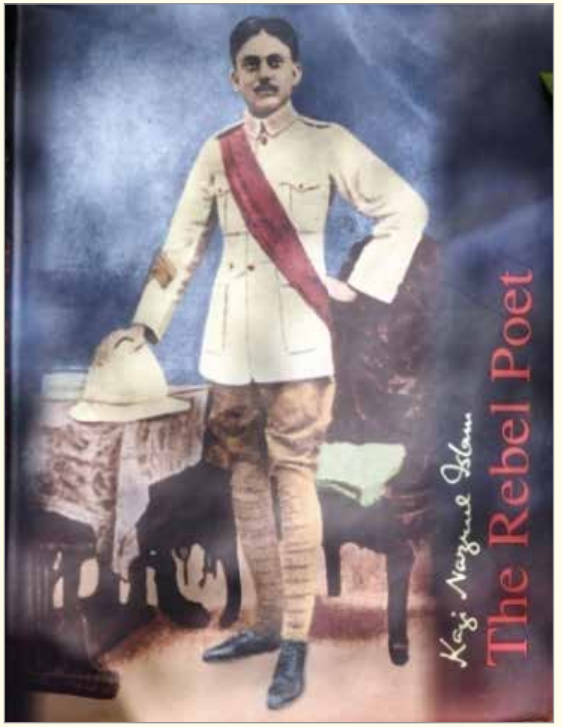

নজরুল অ্যালবাম (দ্যা রিবেল পয়েট)

আন্তর্জাতিক নজরুল সম্মেলন ২০১১-এর অনুষ্ঠানের স্টেজে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

৬৪. **কর্মসূচির নাম**	:	**নজরুল ইনস্টিটিউটের অফিস ভবন (মিলনায়তনসহ), নজরুল জাদুঘর সংস্কার ও মেরামত কর্মসূচি**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১.৪১ কোটি
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১০
বাস্তবায়ন এলাকা	:	কবিভবন, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	অফিস ভবন (মিলনায়তনসহ), নজরুল জাদুঘর সংস্কার ও মেরামত
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	অফিস ভবন (মিলনায়তনসহ) ও নজরুল জাদুঘর ব্যবহারের উপযোগী ও নান্দনিক হওয়ায় নজরুল অনুরাগী ও শিল্পী সমাজের মধ্যে নজরুলচর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাতীয় কবির জীবন ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে অনুশীলন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পঠন ও গবেষণাকর্ম প্রভৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

৬৫. **কর্মসূচির নাম**	:	**নজরুল অ্যালবাম প্রকাশ, নজরুল সংগীতের সিডি প্রকাশ, শুদ্ধ সুর ও বাণীতে নজরুল সংগীতের প্রশিক্ষক তৈরির বিশেষ কোর্স, জাতীয় নজরুল সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক নজরুল সম্মেলন**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১.০৬ কোটি
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১১
বাস্তবায়ন এলাকা	:	চট্টগ্রাম, সিলেট ও ঢাকা
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	নজরুল অ্যালবাম (দ্যা রিবেল পয়েট) প্রকাশ। নজরুল সংগীতের **১১**টি সিডি প্রকাশ। শুদ্ধ সুর ও বাণীতে নজরুল সংগীতের ওপর ৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষক তৈরির বিশেষ কোর্স সম্পন্ন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় নজরুল সম্মেলন এবং ঢাকায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	নজরুল অ্যালবাম প্রকাশের ফলে নজরুলের জীবন ও সৃষ্টিকর্মকে সহজে দেশে ও বিদেশে প্রচার করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, নজরুল সংগীতের **১১**টি সিডি প্রকাশের ফলে নজরুল সংগীত সংগ্রহ ও চর্চা করা সহজ হয়েছে এবং শুদ্ধ সুর ও বাণীতে নজরুল সংগীতের উপর ৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষক তৈরির বিশেষ কোর্স সম্পন্ন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নজরুল সংগীত প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন, যা নজরুল সংগীতের প্রচারসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। জাতীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় নজরুল সম্মেলন এবং ঢাকায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নজরুল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় নজরুলের জীবন ও সৃষ্টিকর্ম দেশে ও বিদেশে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র, কুমিল্লা

কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

৬৬. **কর্মসূচির নাম**	:	**কুমিল্লায় নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র স্থাপন**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭.৪৮ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১২
বাস্তবায়ন এলাকা	:	ধর্মসাগর পাড়, কুমিল্লা
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	কর্মসূচির আওতায় ভবন নির্মাণ কাজ, আসবাবপত্র, বই, জাদুঘরের বিভিন্ন উপকরণ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংগ্রহ এবং স্থাপন করা হয়েছে
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	লাইব্রেরি : প্রতি কার্যদিবস সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। প্রতিদিন অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা লাইব্রেরিতে পড়তে আসেন। জাদুঘর : প্রতি কার্যদিবস সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য নজরুল অনুরাগী নজরুল জাদুঘর দেখতে আসেন। বিক্রয় কেন্দ্র : প্রতি কার্যদিবস সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ইতোমধ্যে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রকাশনা বিক্রয় করা হয়েছে। মিলনায়তন : নীতিমালা অনুযায়ী সৃজনশীল যে-কোনো অনুষ্ঠানের জন্য মিলনায়তন ভাড়া দেওয়া হয়। মিলনায়তনের আসন সংখ্যা ১৫০টি এবং নিজস্ব লাইট-সাউন্ড সিস্টেমসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ইতোমধ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে মোট ৩০টি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুমিল্লায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে 'কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্র' স্থাপনের ফলে কুমিল্লা জেলাসহ আশেপাশের জেলার জনগণের মধ্যে জাতীয় কবির জীবন ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে চর্চা, অনুশীলন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পঠন ও গবেষণাকর্ম প্রভৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

হবিগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত 'জাতীয় নজরুল সম্মেলন'-এর প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি

ভোলা জেলায় অনুষ্ঠিত 'জাতীয় নজরুল সম্মেলন' এর মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বর্তমান কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

৬৭. **কর্মসূচির নাম**	:	**নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন, সংরক্ষণ, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০.১৪ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
বাস্তবায়ন এলাকা	:	ঢাকাসহ নির্ধারিত ৩০টি জেলা
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	নজরুল-সংগীতের বিকৃতি রোধে ২৪টি জেলায় নজরুল-সংগীতের প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে ১২০০ জন নজরুল-সংগীত শিল্পীকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, অপ্রচলিত নজরুল-সংগীতের সুর সংগ্রহ ও সত্যায়নপূর্বক ৮টি স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের কথা থাকলেও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে মাত্র ৩১টি গান সংগ্রহ ও সত্যায়ন করা হয়েছে। কবি'র জীবন ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে ২৪টি জেলায় তিন দিনব্যাপী জাতীয় নজরুল সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	নজরুল-অনুরাগী ও শিল্পী সমাজের মধ্যে নজরুলচর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাতীয় কবির জীবন ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে অনুশীলন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পঠন ও গবেষণাকর্ম প্রভৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

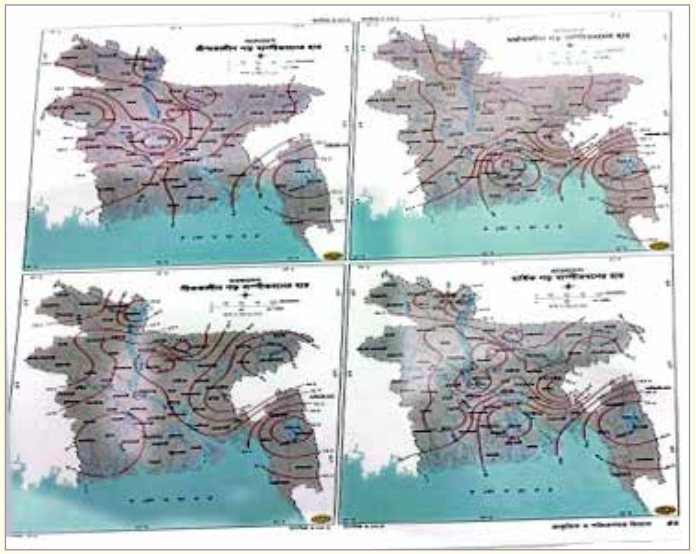

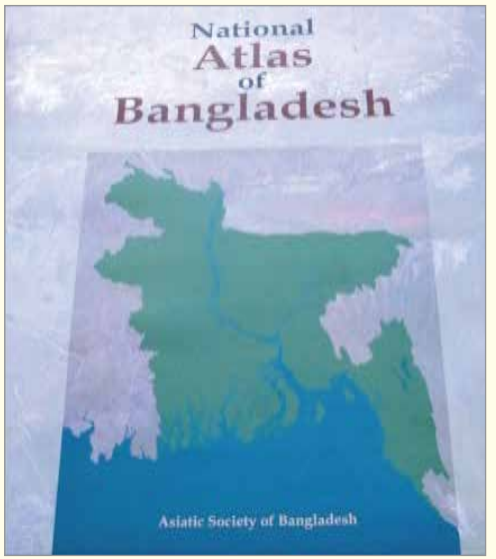
National
Atlas
of
Bangladesh
Asiatic Society of Bangladesh

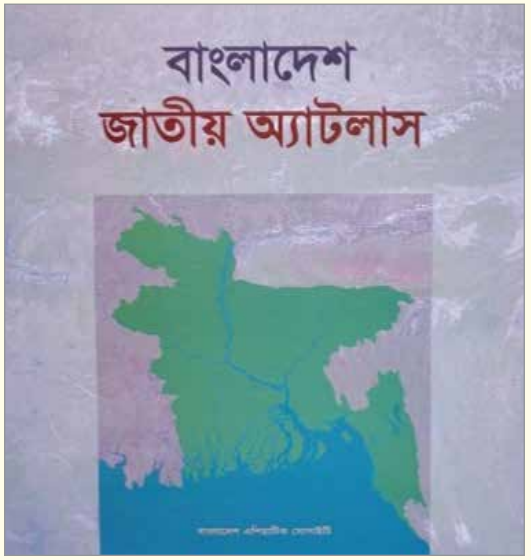
বাংলাদেশ
জাতীয় অ্যাটলাস

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

৬৮. **কর্মসূচির নাম**	:	**বাংলাদেশ জাতীয় অ্যাটলাস কর্মসূচি**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১.১৩ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭
বাস্তবায়ন এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	বাংলাদেশ জাতীয় অ্যাটলাসে দেশের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক, ভৌত, পরিবেশগত, অবকাঠামোগত, জনসংখ্যাগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আঞ্চলিক বা স্থানীয় বিষয়াবলির পারিসরিক বণ্টনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অ্যাটলাসের মানচিত্রগুলি মূল বিষয়ের আলোকে নিম্নোক্ত ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায় : ১. বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ ঐতিহাসিক ভূগোল; ২. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক একক; ৩. প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত বিন্যাস; ৪. পরিবেশগত সমস্যা: প্রাকৃতিক দুর্যোগ; ৫. কৃষি, পশুসম্পদ এবং পোল্ট্রি ও মৎস্য উৎপাদন; ৬. খনিজ ও শক্তি সম্পদ, শিল্প এবং পর্যটন; ৭. পরিবহণ ও যোগাযোগ; ৮. জনসংখ্যা; ৯. শ্রমশক্তি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড; ১০. নগরায়ণ; ১১. আবাসন এবং পরিষেবা; ১২. মানব উন্নয়ন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জিডিপি এবং দারিদ্র্য; ১৩. সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য; ১৪. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ; ১৫. প্রশাসনিক একক: বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা; ১৬. রাজধানী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : ঢাকা মহানগর অঞ্চল।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	বাংলাদেশ জাতীয় অ্যাটলাস দেশের নীতি নির্ধারক, পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবী, ছাত্র ও উৎসাহী সাধারণ পাঠক এবং অন্যান্য জ্ঞান অন্বেষীদের কৌতূহল মেটাচ্ছে। এ অ্যাটলাস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশের অনুপম সৌন্দর্য তুলে ধরছে।

ঢাকা কোষ
400 YEARS OF CAPITAL DHAKA AND BEYOND
POLITICS SOCIETY ADMINISTRATION

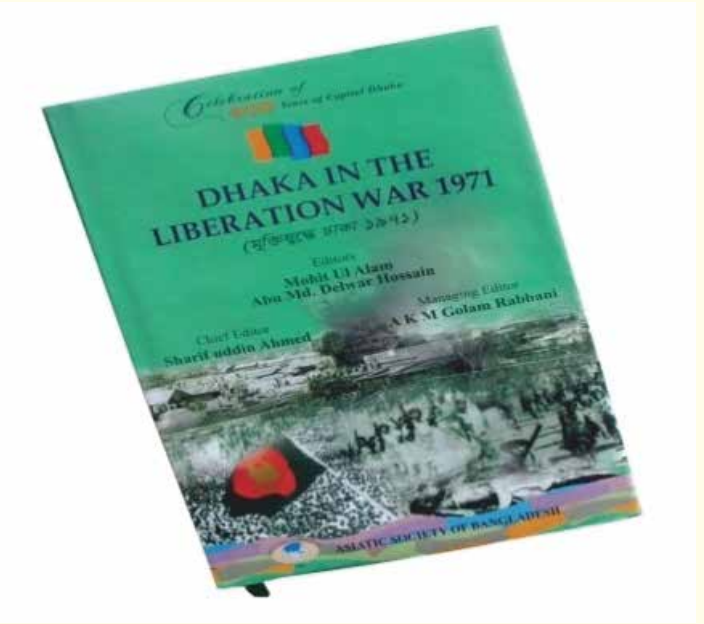
DHAKA IN THE LIBERATION WAR 1971
Editors
Mohit Ul Alam
Abu Md. Delwar Hossain
Managing Editor
A K M Golam Rabbani
Chief Editor
Sharifuddin Ahmed
ASIATIC SOCIETY OF BANGLADESH

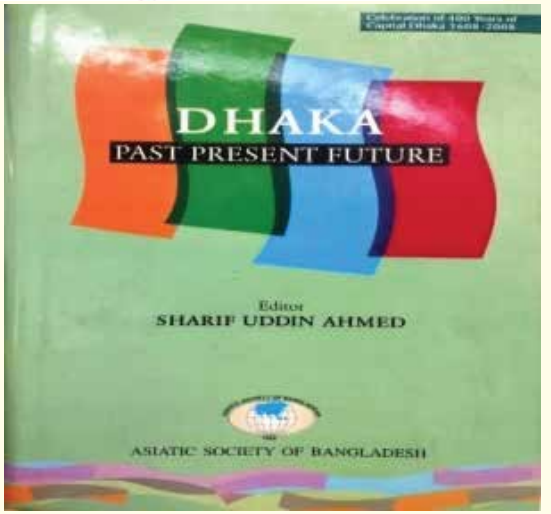
DHAKA
PAST PRESENT FUTURE
Editor
SHARIF UDDIN AHMED
ASIATIC SOCIETY OF BANGLADESH

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

৬৯. **কর্মসূচির নাম**	:	**রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন কর্মসূচি**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২.৫৮ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১২
বাস্তবায়ন এলাকা	:	রাজধানী ঢাকা
কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	বাংলাদেশ ও বিদেশ থেকে প্রায় ৩০০জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ওপর বিভিন্ন বইয়ের জন্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় অবদান রাখতে এগিয়ে আসেন। এই প্রকল্পের অধীনে ঢাকার কিছু অসামান্য দুর্লভ বই পুনর্মুদ্রণ করা হয়। বিগত চারশত বছরে ঢাকার ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নগর উন্নয়ন সম্পর্কিত অধ্যয়ন এবং নিমতলী দেউড়ি যা বর্তমানে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ঐতিহ্য জাদুঘর হিসেবে পরিচিত, তার আশেপাশে অবস্থিত ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভের সংস্কারের জন্য বেশ কয়েকটি খণ্ড রচনা প্রকাশ করা হয়।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	এই প্রকল্প ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নগর উন্নয়ন অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন বিষয়ে ১৮টি খণ্ডের বই প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে 'ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধ ১৯৭১' এবং 'মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ১৯৭১' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারা বিশ্বের পণ্ডিত এবং অন্যান্যদের দ্বারা এসকল প্রকাশনা প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া নিমতলী দেউরির সংরক্ষণও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত স্থাপত্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

চলমান প্রকল্প

চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	**চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৮১.৩৯ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	চট্টগ্রাম
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	মুসলিম ইনস্টিটিউটের নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শহিদ মিনার চত্বরে বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানমালা এবং বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, চট্টগ্রামের পাঠকসেবার মান উন্নয়নকল্পে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভিত্তিতে আধুনিকায়ন করা। এ প্রকল্পের আওতায় ১টি বেজমেন্টসহ ১৫ তলা লাইব্রেরি ভবন, ১টি বেসমেন্টসহ ৮ তলা মিলনায়তন ভবন, পাবলিক প্লাজা এবং একই আদলে একই স্থানে শহিদ মিনার পুনর্নির্মাণ, উন্মুক্ত মঞ্চ ও গ্যালারি (২৫০ জন), গার্ডেন, আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হচ্ছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আধুনিকায়ন করার ফলে সকল শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও পেশার মানুষের জন্য বহুমুখী সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা করা সম্ভব হচ্ছে এবং পাঠকগণকে ডিজিটাল গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া ৬ হাজার মানুষ বহুমুখী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারছে।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণাধীন প্রকল্প

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

২.	**প্রকল্পের নাম**	:	**গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫২৪.২৫ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	মে ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	বহুবিধ সুবিধাধি সংবলিত আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগতভাবে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হচ্ছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্পটির মাধ্যমে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, মিলনায়তন ও সেমিনার হল, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থান নির্মাণ করা হবে। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, আধুনিক আসবাবপত্র এবং বই ও পাঠসামগ্রী সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হবে এবং আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক পাঠক গ্রন্থাগার সেবা গ্রহণ করবে যা জ্ঞানভিত্তিক মননশীল সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নির্মিতব্য ভবনটিতে নারীদের জন্য বিশেষ কর্নার থাকবে যেখানে নারী স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, নারী উন্নয়নমূলক বই ও পাঠ সামগ্রী থাকবে যা নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে, নারীদের জ্ঞান, দক্ষতা, বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এতে শিশুবান্ধব পরিবেশে শিশু-কিশোরদের জন্য থাকবে শিশু-কিশোর কর্নার। যেখানে পাঠসামগ্রীর পাশাপাশি বিভিন্ন খেলার সামগ্রী থাকবে যা থেকে তারা খেলতে খেলতে শিখতে পারবে।

দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প, মাগুরা

দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৩.	**প্রকল্পের নাম**	:	**দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১১.১৬ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা
	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ৭৬টি ইউনিট ৬৪ জেলার ৩৬৮টি উপজেলার ৩২০০টি স্পটে সর্বস্তরের মানুষকে পাঠকসেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের ৯৯% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি-গাড়ির ইউনিটসমূহ সর্বস্তরের মানুষকে পাঠকসেবা প্রদান করছে। এতে সাধারণ মানুষ বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বই পড়ানোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। যেসব এলাকায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পাঠকদের কাছে বইয়ের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সেসব এলাকায় গ্রন্থাগার কর্মসূচির সভ্য ও সংস্কৃতিমনা মানুষদের সংঘবদ্ধ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। একটি করে সাংস্কৃতিক দল গঠন করা হচ্ছে যারা স্থানীয়ভাবে সারা বছর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। বই পড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠক, বিশেষ করে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কিশোর-তরুণদের নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি ঘটবে এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। যার প্রভাবে সমাজ থেকে মাদকাশক্তি, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি হ্রাস পাবে এবং দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

শিশু কর্নার

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৪. **প্রকল্পের নাম** : **সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প**

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯.৯৯ কেটি টাকা

বাস্তবায়ন মেয়াদ : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪

বাস্তবায়ন এলাকা : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যমান ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের সঙ্গে কুড়িগ্রাম ও ভোলা জেলার ১টি করে ২টি উপজেলা বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনলাইন গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নতুন প্রজন্মের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়্যার সরবরাহ ও সংস্থাপনের মাধ্যমে সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের আধুনিকায়ন ও সেবার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৬৭টি গণগ্রন্থাগারে শিশু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি গণগ্রন্থাগারে কম্পিউটার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব : সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের শিশু-কিশোর ও যুব সমাজকে পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করা হবে। এতে শিশু-কিশোর ও যুব সমাজসহ সাধারণ মানুষ বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হবে। বই পড়ার মাধ্যমে পাঠক, বিশেষ করে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কিশোর-তরুণদের নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি ঘটবে এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। যার প্রভাবে সমাজ থেকে মাদকাশক্তি, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ইত্যাদি হ্রাস পাবে।

শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র

শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণাধীন প্রকল্প

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৫.	**প্রকল্পের নাম**	:	**শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২৪.২৪ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	মে ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা শেখ লুৎফর রহমান এবং জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের স্মৃতি সংরক্ষণ, একইসঙ্গে গ্রন্থাগারভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ সদরে একটি আধুনিক গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়া, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশব, কৈশোর, পারিবারিক স্মৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাভিত্তিক একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা তৈরি ও প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতির পিতা, জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দেশের জনগণের জানার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৪ঠা জুলাই ২০২৩ তারিখে
ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

৬.	**প্রকল্পের নাম**	:	**ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার সংরক্ষণ এবং ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩৩.৪৯ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৩
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন, টিকাটুলি, ঢাকা
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ, বিদ্যমান তিন তলা ভবনে ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন, বেঙ্গল স্টুডিও আধুনিকায়ন, ওয়াকওয়ে, আনসার শেড ও টয়লেট ব্লক নির্মাণ, পুকুর সংস্কার ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ এবং ল্যান্ডস্কেপিং।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	১৯৩০ সালের দিকে ঋষিকেশ দাস নামের এক ব্যবসায়ী ২২ বিঘা জমির ওপর একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেন। ভবনের বাগানে গোলাপের প্রাচুর্য থাকায় বাড়ির নাম হয় 'রোজ গার্ডেন'। অভিনব নির্মাণশৈলীর কারণে এটি হয়ে ওঠে ঢাকার অন্যতম মনোরম ভবন। ঋষিকেশ দাস ১৯৩৬ সালের দিকে ব্যবসায়ী খান বাহাদুর কাজী আবদুর রশীদের কাছে বাড়িটি বিক্রি করে দেন। বাড়ির নাম রাখা হয় 'রশীদ মঞ্জিল'। কিন্তু 'রোজ গার্ডেন' নামটি মানুষের মুখে মুখে রয়েই যায়। ঐতিহাসিকভাবেও ভবনটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন এই বাড়িতেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (বর্তমান আওয়ামী লীগ) গঠনের পরিকল্পনা হয়। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রাসাদটিকে সংরক্ষিত ভবন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেনের নান্দনিক সৌন্দর্য দর্শক-পর্যটক উপভোগ করতে পারবেন। প্রস্তাবিত ঢাকা মহানগর জাদুঘর ও আধুনিক বেঙ্গল স্টুডিও পরিদর্শন করে ঢাকার ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন। ফলে পুরান ঢাকায় ঐতিহ্যবলয় সৃষ্টি হবে। দেশি-বিদেশি দর্শক-পর্যটক ও গবেষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। দেশীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে সমাজ অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পাবে। অপসংস্কৃতির প্রসার রোধ ও সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে বিশেষ অবদান রাখবে। স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণাকর্ম

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

৭.	**কর্মসূচির নাম**	:	**বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা (৩য় পর্যায়) কর্মসূচি**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪.১৭ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	বিক্রমপুর অঞ্চল, মুন্সিগঞ্জ
	কর্মসূচির মূল কার্যক্রম	:	বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণার ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ২টি অর্থবছরে উৎখননে ২টি অষ্টকোণাকৃতি স্তূপ কমপ্লেক্স ও নিরাপত্তা প্রাচীরের অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। একাধিক নির্মাণকালে তৈরি এসকল স্তূপ কমপ্লেক্সগুলো বিক্রমপুরের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। বিগত বছরের উৎখননে রঘুরামপুরে বিক্রমপুরী বৌদ্ধ বিহার, নাটেশ্বরে নান্দনিক মন্দির, অষ্টমার্গ স্তূপ এবং তাকে ঘিরে চারপাশে চারটি স্তূপ হলঘর এবং ৬টি অষ্টকোণাকৃতি স্তূপ কমপ্লেক্স, রাস্তা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, অন্যান্য কক্ষসহ নানা স্থাপত্যিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতির প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্রের টুকরা, পোড়ামাটির নিদর্শন, পাথরের টুকরা ও নিদর্শন, ধাতব নিদর্শন, বিভিন্ন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ অবশেষ। এছাড়াও নানাবিধ প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে বিক্রমপুর অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে দর্শক-পর্যটক ধারণা লাভ করতে পারবেন। ফলে বিক্রমপুর অঞ্চলে ঐতিহ্যবলয় সৃষ্টি হবে। দেশি-বিদেশি দর্শক-পর্যটক ও গবেষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণের মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের নিকট উপস্থাপনের মাধ্যমে উন্নত, দৃঢ়সংকল্প ও সংস্কৃতিমনস্ক জাতিগঠনে ভূমিকা রাখছে। ফলে প্রত্নস্থলে পর্যটনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ পর্যটকদের আগমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ গণহত্যা : পরিণাম, প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচার শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি

গণহত্যার ফলক উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি

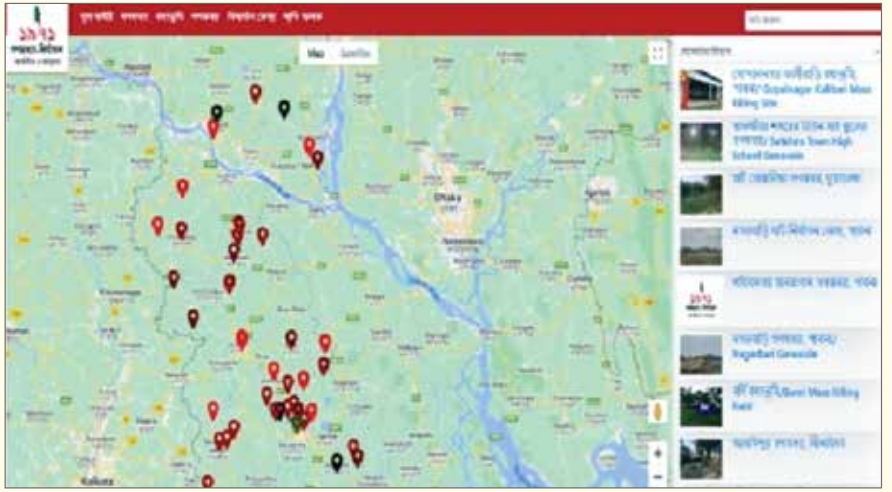

গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবরকে চিহ্নিত করে বধ্যভূমি ডিজিটাল মানচিত্র

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

৮.	**প্রকল্পের নাম**	:	**গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩২.৬১ কোটি টাকা (জিওবি-২০.৯৪ কোটি এবং সংস্থার নিজস্ব-১১.৬৭ কোটি)
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	৬৪ জেলা
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর স্থান জরিপ করছে। এখন পর্যন্ত ৪০ জরিপ গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি গণহত্যার ওপর প্রকাশ করছে নির্ঘণ্ট গ্রন্থ। ১২৫টি গণহত্যার নির্ঘণ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে আনা ও প্রশিক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ গবেষক তৈরি করার লক্ষে এ পর্যন্ত ১১টি পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে। গণহত্যা ও বধ্যভূমি স্থানে শহিদ স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫০টি স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে। গবেষণা কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার নানা বিষয় নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশ ও বিদেশের প্রসিদ্ধ গবেষকদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। ৫টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। এই সেমিনারগুলোতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইতালি, তুরস্ক, ভারত, কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষক, একাডেমিক, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালকরা অংশগ্রহণ করেন। গবেষণা কেন্দ্র এখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা বিষয়ক ২৭টি জাতীয় সেমিনার ও স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছে। দেশের সব গণহত্যা, বধ্যভূমি ও গণকবরকে চিহ্নিত করে, সেসব স্থানের জিপিএস লোকেশন নিয়ে গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করেছে গণহত্যা-ম্যাপ। গুগল ম্যাপের সহায়তায় তৈরি হচ্ছে সারা বাংলাদেশের গণহত্যা ও বধ্যভূমির মানচিত্র। এই উদ্যোগ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় ও তরুণ প্রজন্মের কাছে গণহত্যা ও বধ্যভূমিগুলোকে আরও সহজে তুলে ধরতে সহায়তা করবে। এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে দেশের সর্ববৃহৎ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লাইব্রেরি ও আর্কাইভ গড়ে তোলা হচ্ছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা-নির্যাতন, গণকবর ও বধ্যভূমি নিয়ে বিভিন্ন সচিত্র প্রতিবেদন, ডকুমেন্টারি ও ভিডিও নির্মাণ করেছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	গবেষণা কেন্দ্রের নতুন ধরনের সামাজিক তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিদ্যানয়তিক জগৎ ও জনপরিসরে আলোচনার নতুন ঢেউ তুলছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযোগী নতুন গবেষক তৈরিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব অপরিসীম।

জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৯.	**প্রকল্পের নাম**	:	**জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ শীর্ষক প্রকল্প**
	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৪৯.৮৫ কোটি টাকা
	বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৪
	বাস্তবায়ন এলাকা	:	রমনা, ঢাকা
	প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	এ প্রকল্পের আওতায় জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের উপরে (৪র্থ-৬ষ্ঠ তলা) ৭০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, মেকআপ রুম, ভিডিও ল্যাব, ৪টি রিহার্সেল রুম, সেমিনার হল এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিস কক্ষ নির্মাণ করা হবে। অপরদিকে জাতীয় চিত্রশালা ভবনের উপরে (৫ম-৭ম তলা) প্রশিক্ষণ কক্ষ, সেমিনার হল, লাইব্রেরি, ৮টি স্থায়ী প্রদর্শনী গ্যালারি, প্রিজারভেশন কক্ষ, আর্টিস্ট লাউঞ্জ, গ্রাফিক্স রুম এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিস কক্ষ নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় পরিবেশবান্ধব স্থাপনাদি নির্মাণ করা হচ্ছে।
	উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	চারু ও কারু শিল্প এবং সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি শিল্প চর্চাসহ অনান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা প্রশিক্ষণে প্রায় সমান সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চারু, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও শিল্পকলার অন্যান্য মাধ্যমের চর্চা, সমৃদ্ধকরণ, প্রচার ও প্রসার ঘটবে এবং সমাজ জীবনের অবক্ষয় ও অপসংস্কৃতির প্রসার রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত স্থাপনা ও ভৌত সুবিধাদি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংস্কৃতি বিনিময়ে মেলবন্ধন হিসেবে কাজ করবে, ফলে বাংলাদেশের জনগণ তথা সারা বিশ্ব উপকৃত হবে।

মুক্তাগাছা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

১০. **প্রকল্পের নাম**	:	**মুক্তাগাছা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩০.৫২ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪
বাস্তবায়ন এলাকা	:	মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়নের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ৩০০ আসনবিশিষ্ট মাল্টিপারপাস হল, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডরমিটরি, লাইব্রেরি এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করা এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হচ্ছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আধুনিক সুযোগসুবিধা সংবলিত ভবনসমূহ নির্মাণের ফলে সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ ও উন্নয়ন সাধিত হবে। প্রশিক্ষণার্থী ও দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অনুষ্ঠানের মান উন্নত হবে। অপসংস্কৃতির প্রসার রোধ এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে প্রকল্পটি বিশেষ অবদান রাখবে।

আবদুল হামিদ শিল্পকলা একাডেমি (৩ডি)

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

১১. **প্রকল্পের নাম**	:	**রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শিল্পকলা একাডেমি ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৬৯.৫৬ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫
বাস্তবায়ন এলাকা	:	মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	এ প্রকল্পের আওতায় পাঠাগার ও লাইব্রেরি স্থাপন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়নের জন্য আধুনিক সুযোগসুবিধা সংবলিত ৫০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ছবি প্রদর্শনের জন্য আধুনিক সুযোগসুবিধা সংবলিত মাল্টিপারপাস হল/সেমিনার হল জারি, সারি, ভাটিয়ালি, কিস্‌সা, কবিগান, পালাগান, বাউলগান, মারফতি, মুর্শিদি প্রভৃতির জন্য উন্মুক্ত মঞ্চ, পর্যালোচনার জন্য ৫০ আসনবিশিষ্ট মিটিং রুম, হাওড় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও গবেষণাগার, লাইব্রেরি, শিশু-কিশোর-যুব, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও প্রবীণদের জন্য আলাদা বিনোদন কক্ষসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ ৪টি ডরমিটরি কক্ষ এবং অফিস কক্ষ নির্মাণ করা হবে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতির সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য স্থায়ী অবকাঠামো গড়ে উঠবে এবং শিল্প সংস্কৃতিতে নতুন উদ্দীপনা ও কর্ম জোয়ার সৃষ্টি হবে। এতে সামাজিক দ্বন্দ্ব হ্রাস পাবে এবং সামাজিক সহিষ্ণুতা সম্প্রীতি সৌহার্দ বৃদ্ধির সাধ্যমে সমাজে অধিকতর শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। তাছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর কালীন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জিডিপিতে অবদান রাখবে। প্রকল্পটি তিন অর্থবছরে বাস্তবায়িত হবে বিধায় স্বল্প সময়ে প্রকল্পের সুফল উপকারভোগীদের দোরগোড়ায় পৌছাবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পূর্বের তুলনায় বইপ্রেমী এবং প্রশিক্ষণার্থী ও দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং অনুষ্ঠানের মান উন্নত হবে। অপসংস্কৃতির প্রসার রোধ এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে প্রকল্পটি বিশেষ অবদান রাখবে।

ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউট (৩ডি)

কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

১২. **প্রকল্পের নাম**	:	**ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় বিদ্যমান ভবনের রিনোভেশন প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৭.৯৯ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪
বাস্তবায়ন এলাকা	:	ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় বিদ্যমান ভবনের রিনোভেশন।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় বিদ্যমান ভবনের রিনোভেশন করা হলে নজরুলচর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। নজরুল অনুরাগী ও শিল্পীসমাজের মধ্যে নজরুলচর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাতীয় কবির জীবন ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে অনুশীলন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পঠন ও গবেষণাকর্ম প্রভৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

কারুশিল্প জাদুঘর ভবন

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

১৩. **প্রকল্পের নাম**	:	**বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প**
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৪৭.২৬ কোটি
বাস্তবায়ন মেয়াদ	:	মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
বাস্তবায়ন এলাকা	:	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:	জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ, অডিটরিয়াম ভবন (মাল্টিমিডিয়া হল), লোকজ রেস্তোরাঁ-কাম-স্যুভেনির সপ, ডাকবাংলো (রেস্ট হাউজ), লেকের পাড় সুরক্ষা, লেক পুনঃখনন, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে।
উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব	:	লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রদর্শন ও পুরুজ্জীবনের কাজে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের প্রসারে ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের আওতায় জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের প্রেক্ষিতে অধিকসংখ্যক লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন প্রদর্শন করাসহ লোক ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে অধিক সংখ্যক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন এবং কারুশিল্প উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ নির্মাণের ফলে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা এবং এর ফলে কারুশিল্পীসহ দেশের সকল জেলার কারুশিল্পীদের দক্ষতা, পেশাগত পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অপসংস্কৃতির প্রসার রোধে সহায়ক প্রকল্পটি জনজীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

বিবিধ

myGov
মাইগভ র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন পদ্ধতিতে
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাইজড সেবাসমূহ
উদ্বোধন অনুষ্ঠান
সুফিয়া কামাল মিলনায়তন
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা
প্রধান অতিথি :
বিশেষ অতিথি :
সভাপতি :
ICT

৮. ২০০৯-২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটাইজেশন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিভুক্ত ৩০৩টি সেবা এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় মাইগভ প্লাটফরমের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশন করা হয়। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি মহোদয়ের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা হয়। নিম্নে ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ তুলে ধরা হলো :

ডিজিটাইজেশনকৃত সেবাসমূহ

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সেবার নাম	সেবা লিংক
১.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বেসরকারি গ্রন্থাগারের অনুকূলে অনুদান প্রদান	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630385718
২.		তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1533459566
৩.		মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630385259
৪.		সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের জন্য অর্থ ছাড়	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630389290
৫.	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	স্যুটিং/চিত্রগ্রহণের জন্য আবেদন	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1581578172
৬.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	বিনা টিকিটে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য আবেদন	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630390782
৭.	কবি নজরুল ইনস্টিটিউট	সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির আবেদন	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630467869
৮.	বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	সূচি/ইনডেকসার হতে উদ্ধৃতি গ্রহণ	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630406445
৯.	বাংলা একাডেমি	বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মৌলিক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1630575446
১০.	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলার স্টল গ্রহণের আবেদন	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS 1630404160
১১.	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	ই-বুক সার্ভিস	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1650180001

উদ্ভাবন ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী উদ্যোগসমূহ

ক্র.নং	উদ্যোগ গ্রহণকারী দপ্তর/সংস্থা	উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগে ব্যবহৃত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১.	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি আধুনিকায়ন ও অডিও-গাইড প্রবর্তন	ভার্চুয়াল ও অগমেন্টেড রিয়েলিটি	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪৫টি গ্যালারির নিদর্শনের তথ্যসংবলিত ভার্চুয়াল গ্যালারি আধুনিকায়ন ও অডিও গাইড প্রবর্তন, পারসিয়াল অগমেন্টেড রিয়েলিটি
		বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা সেন্সর স্থাপন কাজ	ইন্টারনেট অব থিংস	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪৫টি গ্যালারির নিদর্শনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এন্টি থেফট ডোরওয়ে ও এন্টি থেফট নেটওয়ার্ক ক্যামেরা স্থাপন
		বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিসিয়াল কম্পিউটিং সিস্টেম	ব্লকচেইন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিসিয়াল কম্পিউটিং সিস্টেমে নিজস্ব ডোমেইন ও শেয়ার
২.	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	‘সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে অনলাইনে সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রকল্পের’ মাধ্যমে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার	ইন্টারনেট অব থিংস	লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার এর মাধ্যমে লাইব্রেরির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বিশেষ করে সদস্য নিবন্ধন, বুক সার্কুলেশন, বুক ডেলিভারি, অনলাইনে সকল ফি জমা দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রম বসেই পাঠকরা সম্পন্ন করতে পারবে।
৩.	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	গ্যালারিতে চিত্রকর্ম প্রদর্শনী	Virtual Reality	দর্শকদেরকে সরাসরি উপস্থিত হয়ে প্রদর্শনী উপভোগ করতে হয়। অনলাইনে শিল্পকর্মের প্রকৃত রুপ/ধারণা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না।
		শিল্পকলা জার্নাল ও বই প্রকাশ	AI (Natural Language Processing -NLP Driven Service)	লেখ/প্রবন্ধ যাচাই, প্রুফ রিডিং এবং ডিজাইন প্রক্রিয়া গতানুগতিক হওয়ায় কাজে দীর্ঘসূত্রিতা ও ভুলের সম্ভাবনা।

ক্রম	উদ্যোগ গ্রহণকারী দপ্তর/সংস্থা	উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগে ব্যবহৃত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	মিলনায়তন, মহড়াকক্ষ ও গ্যালারি বরাদ্দ	Automation (AI, Robotics Process Analysis -RPA)	বরাদ্দ বাতিল ও ব্যবহারের গতানুগতিক প্রক্রিয়া
		দেশব্যাপী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	Automation (Big data analytics)	সমন্বিত তথ্য ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গতানুগতিক
		যৌথ অনুষ্ঠান ও উৎসব আয়োজন	Automationi (AI, RPA, Big data Analitics)	অনুষ্ঠানের সময় দর্শক এবং অনুষ্ঠানের মান যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই।
৪.	বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	সংগীতকর্মের ডাটা এন্ট্রি সফ্টওয়্যার	বিগডাটা অ্যানালাইসিস	সংগীতকর্মের ডাটা সংরক্ষণ

২২শে জানুয়ারি ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদের সভার শুরুতে ইউনেস্কোর ইউটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউমেনিটি হিসেবে বাংলাদেশের শীতলপাটিকে স্বীকৃতি দেওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি শীতলপাটি উপহার দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালিক

* গত ১৪ বছরে বাংলাদেশের বাউল গান (২০০৮), জামদানি বয়নশিল্প (২০১৩), মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬) ও শীতলপাটি (২০১৭) ইউনেস্কোর নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

* মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬৪টি জেলায় 'সংস্কৃতি চর্চা' কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৮৯৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হারমোনিয়াম ও তবলা সরবরাহ করা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃতিচর্চার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষকগণকে সম্মানি প্রদান করা হয়। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এ কার্যক্রম ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

* ২৬শে মার্চ ২০১৪ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সহায়তায় অনুষ্ঠিত লাখো কণ্ঠে গাওয়া সোনার বাংলা (জাতীয় সংগীত)-এর রেকর্ডকে স্বীকৃতি দিয়েছে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ যাতে অংশগ্রহণ করে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৬৮১ জন লোক।

একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান- ২০২২

* সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতিবছর একুশে পদক প্রদান করা হয়ে থাকে।

* জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৪ বছরে ২৫৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ৪টি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করা হয়েছে।

* ২০০৯ সালে একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার টাকা। বর্তমানে চার লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

ভারত সফররত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫শে মে ২০১৮ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন করেন

* রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে নির্মিত হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যের স্মারক ও ধারক বাংলাদেশ ভবন। গত ২৫শে মে ২০১৮ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নবনির্মিত এ ভবনটি যৌথভাবে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

* বঙ্গবন্ধুর অবদান ও ইউনেস্কোর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারের কথা বিবেচনায় বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আওতায় সৃজনশীল অর্থনীতি বিনির্মাণে যুব সমাজের নেওয়া অসামান্য উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ নতুনভাবে 'UNESCO- Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy' প্রবর্তনে ইউনেস্কো (UNESCO) সম্মতি প্রদান করে। এ পুরস্কার সৃজনশীল অর্থনীতিতে যুব সমাজের উন্নয়নে সংস্কৃতিকর্মী, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেবে। এ পুরস্কারের প্রাইজমানির মূল্যমান হলো ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) মার্কিন ডলার এবং প্রতি দুই বছরে একবার এটি প্রদান করা হয়ে থাকে।

৯. ২০০৯-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ ও অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা

ক্রমিক	অর্থবছর	বরাদ্দকৃত অর্থ	অনুদান প্রাপ্ত পাঠাগারের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	২০০৯-২০১০	১,২৫,০০,০০০/-	৪৯৩টি	মোট অর্থের ৫০% টাকার সমপরিমাণ বই
২.	২০১০-২০১১	১,৭০,০০,০০০/-	৫৬০টি	
৩.	২০১১-২০১২	২,০০,০০,০০০/-	৮২৩টি	
৪.	২০১২-২০১৩	২,২৫,০০,০০০/-	৬৪১টি	
৫.	২০১৩-২০১৪	২,২৫,০০,০০০/-	৭২০টি	
৬.	২০১৪-২০১৫	২,২৭,০০,০০০/-	৬৭৬টি	
৭.	২০১৫-২০১৬	২,৩০,০০,০০০/-	৫৯৪টি	
৮.	২০১৬-২০১৭	২,৫০,০০,০০০/-	৫৯৪টি	
৯.	২০১৭-২০১৮	২,০০,০০,০০০/-	৭৫৬টি	
১০.	২০১৮-২০১৯	৩,৫৯,৪০,০০০/-	৭৭৬টি	
১১.	২০১৯-২০২০	৩,৬৫,০০,০০০/-	৭৩২টি	
১২.	২০২০-২০২১	৪,২৫,৫০,০০০/-	৯১১টি	
১৩.	২০২১-২০২২	৪,৭০,০০,০০০/-	৯৯০টি	
১৪.	২০২২-২০২৩	৪,৮০,০০,০০০/-	৯২২টি	

প্রতিবছর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বিভাগ/জেলা বইমেলার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বইমেলা যেমন : লন্ডন বইমেলা, কানাডা বইমেলা, ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা, জার্মানি, নিউইয়র্ক বইমেলা, কলকাতা বইমেলায় প্রতিবছর বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করছে।

এছাড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলা একাডেমির উদ্যোগে প্রতিবছর 'অমর একুশে বইমেলা' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১০. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় দেশজ সংস্কৃতি প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আর্থিকভাবে দেশের অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের কল্যাণ ভাতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়।

২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে উপকারভোগী সংস্কৃতিসেবী ও অনুদানপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো :

অর্থবছর	খাতের বিবরণ	প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উপকারভোগী/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
২০০৯-১০	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	৮০.০০	৮০.০০	৮২২ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	৩৩.০০	৩৩.০০	২১৯টি
২০১০-১১	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৬২ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	১০০.০০	১০০.০০	৫৪৯ টি
২০১১-১২	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	২০০.০০	২০০.০০	২০০৭ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	২৫০.০০	২৫০.০০	৯৮৬টি
২০১২-১৩	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	২৫০.০০	২৫০.০০	২২০০ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	২৫০.০০	২৫০.০০	৯২৩টি
২০১৩-১৪	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	৩৫০.০০	৩৫০.০০	২৪৫০ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১০০৪টি
২০১৪-১৫	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	৪৫০.৫৮	৪৫০.৫৮	২৬৯৯ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১১৭৪টি

অর্থবছর	খাতের বিবরণ	প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উপকারভোগী/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
২০১৫-১৬	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	বরাদ্দ- ৪৫০.০০ উপযোজন-২৬.০২	৪৭৬.০২	২৫৩৭ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	বরাদ্দ- ৩৫০.০০ উপযোজন-৫৩.০০	৫৩০.০০	৯৩৯টি
২০১৬-১৭	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	৪৫৫.৩০	উপযোজন- ৫৬.৪০	৫১১.৭০
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	৩৪৫.০০	৩৪৫.০০	৮১৮টি
২০১৭-১৮	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	৫২৫.০০	৫২৫.০০	২৭৪৯ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	৪০০.০০	৪০০.০০	১২০৭ টি
২০১৮-১৯	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	৭০০.০০	৭০০.০০	৩৫০৬ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	৭৮৫.০০	৭৮৫.০০	১২২৯টি
২০১৯-২০	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	৯৭৯.৪০	৯৭৯.৪০	৩৭৫৬ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	৭৫৯.৮০	৭৫৯.৮০	১২৩০টি
২০২০-২১	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	৮০০.০০	৮০০.০০	৪১৭১ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	৮৩৬.০০	৮৩৬.০০	১৭০৭ টি
২০২১-২২	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৪০৯৬ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃ তিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	৮৮০.০০	৮৮০.০০	১৬২৭টি
২০২২-২৩	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাতে 'অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান'।	৮৯৩.০০	৮৯৩.০০	৩৬৯৩ জন
	চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাতে 'সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান'।	বরাদ্দ-৮৯০.০০	৮৯০.০০	১৩৪৯টি

আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা থেকে বর্তমানে তা ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাত থেকে সর্বমোট ৩৮,৮৭৪ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ৭২,২১,৭০,০০০/- (বাহাত্তর কোটি একুশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা ভাতা প্রদান করা হয়।

২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাত হতে সর্বমোট ১৪,৯৬১টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে ৬৭,৫৮,৮০,০০০/- (সাতষট্টি কোটি আটান্ন লক্ষ আশি হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।